www.BANGLAKITAB.com

মা'আরিফুল হাদীস

অষ্টম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র) ও
মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাম্ভলী

মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.BANGLAKITAB.com

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১২
ভূমিকা ২০
আরো কতক বৈশিষ্ট্য ২৫
অনুবাদকের কথা ৩১
ইল্‌ম অধ্যায় ৩৩
প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জন অবশ্য কর্তব্য ৩৪
দীনে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্তব্য ৩৫
দীনী ইল্‌ম এবং তা শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানকারীর স্থান ও মর্যাদা ৪০
একটি জরুরি ব্যাখ্যা ৪৩
পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনী ইল্‌ম অর্জনকারীদের ঠিকানা ৪৫
আমলহীন আলিম ও উস্তাদের দৃষ্টান্ত ৪৬
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা সম্পর্কিত অধ্যায় ৪৮
বিদ্‌'আত কি? ৫০
আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাবলির নিয়মানুবর্তিতা ৫৬
আল্লাহ্‌র কিতাবের ন্যায় 'সুন্নাত'ও অবশ্য অনুসরণযোগ্য ৫৭
উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম পদ্ধতিই আদর্শ নমুনা ৬০
এ যুগে মুক্তির একমাত্র পথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য ৬৩
উম্মতের মধ্যে সাধারণ ফাসাদ ও অনৈক্যের সময় সুন্নাত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকার সাথে সম্পৃক্ততা ৬৮
সুন্নাত জীবন্ত করা ও উম্মতের দীনী সংশোধনের চেষ্টা করা ৬৯
পার্থিব বিষয়ে হুযূর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিগত অভিমতের স্তর ৭৩
কল্যাণের দিকে আহ্বান, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ ৭৫
হিদায়াত ও ইরশাদ এবং উত্তম কাজের প্রতি আহ্বানের পুরস্কার ও সাওয়াব ৭৬
সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের তাকীদ আর এ কাজে ত্রুটির ওপর শক্ত হুঁশিয়ারী ৭৮
কোন্ অবস্থায় সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের দায়িত্ব রহিত হয় ৮৩
আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, হত্যা ও শাহাদত ৮৫
জিহাদ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ৯৮

www.BANGLAKITAB.com

শাহাদতের গণ্ডির প্রশস্ততা ৯৯
বিপর্যয় ও ফিত্না অধ্যায় ১০২
সম্পদ, বিলাসিতা ও দুনিয়াপ্রীতির ফিত্না ১০৭
উম্মতে সৃষ্টি লাভকারী ফিত্নাসমূহের বর্ণনা ১১১
কিয়ামতের আলামতসমূহ ১১৯
কিয়ামতের সাধারণ আলামতসমূহ ১২০
কিয়ামতের বড় আলামতসমূহ- পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, দাব্বাতুল আর্দ-এর নির্গমন, দাজ্জালের ফিত্না, হযরত মাহ্দীর আগমন ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ১২৫
দাজ্জালের হাতে প্রকাশিতব্য অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলি ১২৯
হযরত মাহ্দীর আগমন, তাঁর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য বিপ্লব ১৩০
এ বিষয় সম্পর্কিত এক আবশ্যকীয় সতর্কতা ১৩৫
মাহ্দীর ব্যাপারে শী'আ আকীদা ১৩৬
হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ১৩৯
ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে কতক মৌলিক কথা ১৪০
প্রশংসা ও ফযীলাত অধ্যায় ১৫৫
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান গুণাবলি ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ ১৫৫
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম, প্রেরণ, ওহীর সূচনা ও হায়াত শরীফ ১৬৪
হাদীস সংশ্লিষ্ট কতক বিষয়ের বিশ্লেষণ ১৭৮
তাঁর উত্তম চরিত্র ১৮০
ওফাত ও ওফাতের রোগ ১৮৮
ফাযাইলে হযরত আবূ বকর (রা) ২২৯
ফারুকে আযম হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর ফাযাইল ২৪০
শাহাদত ২৫২
ফাযাইলে শায়খাইন ২৫৪
ফাযাইলে হযরত উসমান যুন্নূরাইন (রা) ২৬০
ফাযাইলে হযরত আলী মুরতাযা (রা) ২৮৫
হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর শাহাদাত ৩১৮
চার খলীফার ফাযাইল ৩২১
খলীফা চতুষ্টের ফাযাইল সম্বন্ধে একটি প্রণিধানযোগ্য সত্য ৩২৫
'আশরা মুবাশ্শারার বাকি সাহাবার ফাযাইল ৩২৬
হযরত তাল্হা ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ (রা) ৩২৭
হযরত যুবাইর (রা) ৩৩০
হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) ৩৩৫
হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ৩৪৩
হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) ৩৪৮
হযরত আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা) ৩৫১
ফাযাইলে আহ্লি বায়ত ৩৫৫
পবিত্র স্ত্রীগণ ৩৫৭
স্ত্রী হিসাবে গৌরব লাভ ৩৫৮
উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) ৩৫৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিয়ে ৩৫৯
সন্তানগণ ৩৬০
হযরত খাদীজা (রা)-এর কতক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৩৬০
ফাযাইলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) ৩৬২
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিন্তে যাম্'আ (রা) ৩৬৬
উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) ৩৬৮
কতক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৩৭১
ফযীলত ও পূর্ণতাসমূহ ৩৭৩
ইল্মী মর্যাদা ও পরিপূর্ণতা ৩৭৯
ভাষণে পূর্ণতা ৩৮১
উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্সা (রা) ৩৮১
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালিমা (রা) ৩৮৪
সন্তানাদি ৩৮৮
ফাযাইল ৩৮৮
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিন্তে জাহ্শ (রা) ৩৯১
প্রথম বিয়ে ৩৯১
ওলীমা ৩৯৭
ফাযাইল ৩৯৯
ইন্তিকাল ৪০৩
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিন্তে খুযাইমা আল হিলালীয়াহ্ (রা) ৪০৩
ফাযাইল ৪০৪
উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরীয়া (রা) ৪০৪
ফাযাইল ৪০৭
ইন্তিকাল ৪০৯
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ৪০৯

www.BANGLAKITAB.com

ফাযাইল	৪১১
ইন্‌তিকাল	৪১৩
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা)	৪১৩
ফাযাইল	৪১৫
ইন্‌তিকাল	৪১৭
উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনা (রা)	৪১৭
ফাযাইল	৪১৮
ইনতিকাল	৪১৯
পবিত্র সন্তানগণ	৪২০
হযরত যায়নাব (রা)	৪২১
বিয়ে	৪২১
ফাযাইল	৪২৩
ইন্‌তিকাল	৪২৩
সন্তানগণ	৪২৪
হযরত রুকাইয়া (রা)	৪২৫
হযরত উম্মে কুলসূম (রা)	৪২৬
ফাযাইল	৪২৮
ইন্‌তিকাল	৪২৮
হযরত ফাতিমা (রা)	৪২৯
সন্তানগণ	৪২৯
ফাযাইল	৪৩০
ইন্‌তিকাল	৪৩১
হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা)	৪৩২
জন্ম	৪৩২
খিলাফত	৪৩২
ইন্‌তিকাল	৪৩৩
আকৃতি মুবারক	৪৩৩
ফাযাইল	৪৩৪
হযরত হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)	৪৩৪
হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-এর ফাযাইল ও মানাকিব	৪৩৫
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের ফাযাইল	৪৩৮
হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)	৪৪৮
ফাযাইল	৪৫০
হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)	৪৫১
ফাযাইল	৪৫৩
সন্তানগণ	৪৫৫
ইন্‌তিকাল	৪৫৫
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)	৪৫৫
ফাযাইল	৪৫৬
হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)	৪৫৯
ফাযাইল	৪৬২
হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)	৪৬৩
ফাযাইল	৪৬৫
শাহাদাত	৪৬৬
হরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)	৪৬৭
ফাযাইল	৪৬৭
ইন্‌তিকাল	৪৭০
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসাঊদ (রা)	৪৭০
ফাযাইল	৪৭১
ইন্‌তিকাল	৪৭৫
হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)	৪৭৫
ফাযাইল	৪৭৫
হযরত আবূ হুরায়রা (রা)	৪৭৭
ফাযাইল	৪৭৮
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)	৪৮৫
ফাযাইল	৪৮৬
ইন্‌তিকাল	৪৯১
সায়্যিদিনা বিল্লাল (রা)	৪৯১
ফাযাইল	৪৯২
ইন্‌তিকাল	৪৯৪
হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)	৪৯৫
ফাযাইল	৪৯৫
হযরত সালমান ফারসী (রা)	৫০০
ফাযাইল	৫০৪
ইন্‌তিকাল	৫০৮
হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)	৫০৮
ফাযাইল	৫০৯
ইন্‌তিকাল	৫১১

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবূ আইউব আন্‌সারী (রা)	৫১১
ফাযাইল	৫১৩
ইন্‌তিকাল	৫১৪
হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)	৫১৫
ফাযাইল	৫১৫
শাহাদাত	৫১৮
হযরত সুহাইব রূমী (রা)	৫১৮
ফাযাইল	৫১৯
ইন্‌তিকাল	৫২১
হযরত আবূ যার গিফারী (রা)	৫২১
ফাযাইল	৫২৩
ইন্‌তিকাল	৫২৪
হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)	৫২৫
ফাযাইল	৫২৫
হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)	৫২৮
ফাযাইল	৫২৯
ইন্‌তিকাল	৫৩০
হযরত খাব্বাব ইব্‌ন আরত (রা)	৫৩০
ফাযাইল	৫৩১
ইন্‌তিকাল	৫৩২
হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)	৫৩২
ফাযাইল	৫৩৪
ইন্‌তিকাল	৫৩৬
হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)	৫৩৬
ফাযাইল	৫৩৮
ইন্‌তিকাল	৫৩৯
হযরত মুস'আব ইব্‌ন উমাইর (রা)	৫৩৯
ফাযাইল	৫৪০
হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)	৫৪২
ফাযাইল	৫৪২
ইন্‌তিকাল	৫৪৬
হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা)	৫৪৬
ফাযাইল	৫৪৮
ইন্‌তিকাল	৫৪৯
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা)	৫৫০

ফাযাইল	৫৫০
ইন্‌তিকাল	৫৫১
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হিযাম (রা)	৫৫১
ফাযাইল	৫৫২
হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা)	৫৫৪
ফাযাইল	৫৫৪
ইন্‌তিকাল	৫৫৫
হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)	৫৫৬
ফাযাইল	৫৫৬
ইন্‌তিকাল	৫৫৯
হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজিলী (রা)	৫৫৯
ফাযাইল	৫৫৯
হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)	৫৬১
ফাযাইল	৫৬১
হযরত আবূ সুফ্য়ান (রা)	৫৬৪
ফাযাইল	৫৬৪
ইন্‌তিকাল	৫৬৫
হযরত মু'আবিয়া (রা)	৫৬৬
ফাযাইল	৫৬৬
ইন্‌তিকাল	৫৬৮

www.BANGLAKITAB.com

প্রস্তাবনা

সেই সব দীনী ভাইদের খিদমতে-

যারা উম্মী নবী সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান রাখেন

আর তাঁর হিদায়াত ও উত্তম আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই নিজেদের ও গোটা মানব জাতির মুক্তির বিশ্বাস পোষণ করেন

আর এজন্য তাঁর শিক্ষা ও জীবনপদ্ধতি থেকে সঠিক জ্ঞান আহরণে আগ্রহী,

আসুন, ইল্‌ম ও কল্পনার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

পবিত্র মজলিসে হাযির হয়ে তাঁর বাণীসমূহ শুনি

এবং

সেই আলোর ঝর্ণা হতে

নিজেদের অন্ধকার হৃদয়ের জন্য আলো গ্রহণ করি।

অক্ষম গুনাহগার

মুহাম্মদ মন্‌যূর নু'মানী

www.BANGLAKITAB.com

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ —

মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আর এর প্রণেতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র)-এর ওফাতের প্রায় চার বছর পর এখন ১৪২১ হিজরী সালে এর শেষ (৮ম) খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। হযরত মাওলানার রোগ এবং অন্যান্য ইল্‌মী ও দীনী ব্যস্ততার কারণে এ খণ্ড প্রণয়নে যথেষ্ট বিলম্ব হচ্ছিল। এর পূর্বের খণ্ড (৭ম খণ্ড) ১৪০২ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ সপ্তম খণ্ড ও অষ্টম খণ্ড প্রকাশের মধ্যে প্রায় উনিশ বছর বিরতি ছিল।

মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ড (কিতাবুল ঈমানে) ঈমান এবং ঈমানের আবশ্যকীয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই সব হাদীস এক বিশেষ নীতি ও ধারাবাহিকতায় সংকলন করে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেগুলো নিজেদের রচনায় মুহাদ্দিসীন ঈমান অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর কিয়ামত ও আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীস-গুলোও প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও আকীদার সাথেই এগুলো সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুর রিকাক (নম্রতা অধ্যায়) ও কিতাবুল আখলাক (চারিত্রিক অধ্যায়) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ রয়েছে। রিকাকের অর্থ-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই সব বাণী, ভাষণ ও ওয়ায এবং তাঁর যিন্দেগীর সেই অবস্থাদি ও ঘটনা, যা পড়লে ও শুনলে অন্তরে নম্রতা ও ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়। রিকাকের হাদীসগুলোতেই যুহদের হাদীসগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো পড়লে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি হয়। রিকাক ও যুহদের অধ্যায় যেহেতু ঈমান ও ইহ্সানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই এ অধ্যায়গুলোকে ঈমান ও ইহ্সানের পরেই রাখা হয়েছে।

কিতাবুল আখলাকে প্রথমে সেই হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে যেগুলো থেকে জানা যায় যে, ইসলামে উত্তম চরিত্রের স্থান কত উন্নত ! আর মন্দ চরিত্র আল্লাহ্ ও

রাসূলের নিকট কত বড় অপরাধ ! এরপর উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন শাখা যেমন- বদান্যতা, ইহ্সান, অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, ও কুরবানি, পরস্পর সম্প্রীতি, দীনী ভ্রাতৃত্ব, নম্রস্বভাব ও সদালাপ, সত্যবাদিতা ও আমানত, বিনয়-নম্রতা, লজ্জা-শরম, সবর ও শোক্‌র এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্পর্কীয় হাদীসগুলো উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মন্দ চরিত্রের বিভিন্ন শাখার নিন্দা ও এগুলোর মন্দ পরিণতি সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শনকারী হাদীসগুলোও এরূপেই উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড পবিত্রতা অধ্যায় ও নামায অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। পবিত্রতা অধ্যায়ে প্রথমত সেই হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো থেকে জানা যায় যে, ইসলামে পবিত্রতা কি পরিমাণ পসন্দনীয় আর অপবিত্রতা কোন্ স্তরের ঘৃণিত। এরপর পবিত্রতার সামগ্রিক প্রকার যেমন, ইস্তিনযা, উযূ, গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ রয়েছে, যেগুলো থেকে এসব কাজের নিয়ম-পদ্ধতি এবং ফযীলতও জানা যাবে।

নামায অধ্যায়ে প্রথমে নামাযের গুরুত্বের ওপর অতিশয় স্বয়ংসম্পূর্ণ এক উপকারী বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এরপর এ বিষয়ের হাদীসসমূহের গুরুত্ব, নামাযের আরকান ও আমলসমূহের সঠিক পদ্ধতি, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও অন্যান্য নামায, যেমন- জুমু'আ, ঈদাইনের নামায, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ এবং অনাবৃষ্টির নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ, যেগুলোতে আহ্কাম ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামাযের অবস্থাদি সম্বন্ধে বর্ণনা এসেছে।

চতুর্থ খণ্ড যাকাত, সাওম ও হজ্জ অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। যাকাত অধ্যায়ের শুরুতে দীন ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও স্থান শিরোনামে কিতাব প্রণেতার একটি সূচনা প্রবন্ধ রয়েছে, তাতে যাকাতের গুরুত্ব ও এর খাতের বর্ণনার সাথে এটাও উল্লিখিত হয়েছে যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে জিহাদ করার ওপর সাহাবা কিরামের ইজ্‌মা ছিল কোন ইজ্‌তিহাদী মাসআলায় মুসলিম উম্মতের প্রথম ইজ্‌মা। এরপর যাকাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য হাদীসসমূহ, তারপর যাকাত সম্পর্কিত আহ্কামের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বস্তুত নফল সাদ্‌কার গুরুত্ব ও এর ওপর পুরস্কার ও সাওয়াবের ওয়াদা সম্বলিত হাদীসগুলোও শেষদিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কিতাবুল ই'তিসামের প্রথমে ইসলামের চার স্তম্ভের মধ্যে রোযার বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে একটি রচনা রয়েছে। তাতে রোযার সেই বিশেষ প্রভাবের উল্লেখ রয়েছে যে, রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে তাক্‌ওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। যা ফেরেশতাসুলভ গুণ। আর পশুত্ব স্বভাবের ওপর বিজয়ী হতে রোযা খুবই সাহায্যকারী হয়ে থাকে। এরপর রমযান মুবারক ও এর রোযাসমূহের ফযীলত সম্বন্ধে হাদীসসমূহ রয়েছে। আহ্কামের বর্ণনাও রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ই'তিকাফ, তারাবীহ্, নফল রোযা সম্বন্ধে হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com

কিতাবুল হজ্জের প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা-হজ্জ কি? এ শিরোনামে হজ্জের হাকীকত অর্থাৎ-তা আল্লাহ্‌র সমীপে হাযিরী ও হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাজ-কর্মের পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ করে তাঁর ধারাবাহিকতার সাথে নিজের সম্পৃক্ততা ও কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়া। আর নিজেকে তাঁর রঙে রঞ্জিত করার নাম হজ্জ। ব্যাখ্যায় বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর হজ্জ ফরয হওয়া, এর ফযীলত এবং হজ্জ অনাদায়কারীদের জন্য সর্তকতার হাদীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজ্জের আহ্‌কাম সম্বন্ধে হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি পাঠক সামান্য মনযোগ দিয়ে তা পড়ে নেন, তবে হজ্জের পূর্ণ নক্‌শা স্মৃতিতে গেঁথে যাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হজ্জ, যাকে বিদায় হজ্জ বলা হয়, সে সম্বন্ধে হাদীসসমূহ রয়েছে। পরিশেষে হারামাইন শরীফাইনের ফযীলতসমূহ এবং রওযা পাকের যিয়ারতের বর্ণনা রয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডের বিষয় হচ্ছে যিক্‌র ও দাও'আত অধ্যায়। এ খণ্ডে যিক্‌র ও দু'আ, তাওবা ও ইস্তিগ্‌ফার এবং কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির হাকীকত, দীন ইসলামে এগুলোর স্থান এবং এগুলোর ফাযাইল ও আদব সম্বন্ধে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মোট কথা, যিক্‌র ও দাও'আতের গুরুত্ব ও প্রভাবের যে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এবং দীনের ইবাদত পদ্ধতিতে এর শ্রেষ্ঠত্বের যেরূপ আলোচনা উক্ত কিতাবে রয়েছে, আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় এরূপ আলোচনা ও পরিচিতি পাওয়া দুষ্কর।

উক্ত খণ্ডের প্রথমে মাওলানা নু'মানী (র)-এর লিখনিতে এক সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও রয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আসমূহের এক বিশেষ দিক খুবই সুস্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর দু'আসমূহ তাঁর নবুওতের প্রমাণস্বরূপ। যেগুলো অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাও'আতের জন্য প্রমাণরূপে পেশ করা যেতে পারে। তাতে মুসলমানদের অন্তরে প্রসন্নতারও বিরাট উপকরণ রয়েছে।

খণ্ডটিতে প্রথমে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের ফযীলত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও বরকতসমূহ সম্বন্ধে হাদীসগুলো রয়েছে। এরপর কোন কোন বিশেষ যিক্‌রের ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। এরপর দু'আর হাকীকত, এর আদবসমূহ ও এতদসম্বন্ধে নির্দেশনাবলি সম্বলিত বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর সর্বপ্রকার দু'আসমূহের উল্লেখ রয়েছে। পরিশেষে দরূদ ও সালামের এবং বিভিন্ন শব্দাবলি সম্বলিত দরূদ শরীফের বর্ণনা রয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে মু'আশারাত অথার্ৎ পরস্পর সম্পর্ক ও পারিবারিক জীবন, বস্তুত নিজের আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং বিভিন্নভাবে সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বন্ধে হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। এর ভূমিকায় হযরত মাওলানা (র) ইসলামে সামাজিক আহ্‌কামের গুরুত্ব ও হুকূকুল ইবাদ পূর্ণ করার তাকীদ, আর এ কাজে ত্রুটি করার ওপর আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি এবং আখিরাতে শাস্তির সাবধানবাণীর ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সামাজিক অধিকারের এই হাদীসসমূহের অধীনে প্রাণী ও পশু অধিকার সম্বন্ধে হাদীসসমূহ রয়েছে। এরপর সাক্ষাতের আদব ও মজলিসের আদব শিরোনামের অধীনে সালাম ও মুসাফাহাহ্‌, মু'আনাকা, ঘরে প্রবেশের আদব ও মজলিস সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশাবলির বর্ণনা রয়েছে। পারস্পরিক আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি সম্বন্ধে, বস্তুত হাঁচি ও হাইম নেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কী দিক-নির্দেশনা রয়েছে, তারও উল্লেখ রয়েছে। এরপর পানাহার ও পোশাকের নির্দেশ ও আদব সম্পর্কিত হাদীসগুলোর উল্লেখ রয়েছে, যেগুলোর অধীনে সতর ও পর্দা সম্পর্কিত হাদীসগুলোও এসে যায়।

সপ্তম খণ্ডের প্রথমে কিতাবুল মু'আশারা-এর অবশিষ্ট অংশ (যা ষষ্ঠ খণ্ডে সংকুলান হয়নি) অর্থাৎ বিয়ে-তালাক ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। এরপর জীবিকা সম্পর্কিত লেন-দেন ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক শাখাগুলো, দৈনন্দিন উদ্ভূত মাসাইল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ কিংবা কার্যসমূহ সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। কিতাবুল মু'আমালাত (লেন-দেন অধ্যায়)-এর গণ্ডি যথেষ্ট প্রশস্ত। এতে প্রথমে হালাল রুযী অর্জন করার ফযীলত (চাই তা ব্যবসার মাধ্যমে হোক অথবা হস্তশিল্প ও কৃষির মাধ্যমে) সম্বন্ধে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এরপর অবৈধ পন্থায় উপার্জিত মালের মন্দ দিকের আলোচনা রয়েছে। তারপর সুদের বর্ণনা রয়েছে। এরপর ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশনাবলি সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় হাদীয়া আদান-প্রদানের উল্লেখ ও এর ফযীলতের বর্ণনাও রয়েছে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ, ওসীয়ত, বিচার, রাষ্ট্র ও খিলাফত ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে হাদীসসমূহও এ খণ্ডেই রয়েছে।

এখন মা'আরিফুল হাদীস ধারাবাহিকতার শেষ কড়ি (৮ম খণ্ড) আপনার হাতে রয়েছে। এ খণ্ডে প্রথমে ইল্‌ম অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে তিনি দীনী ইল্‌মের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এভাবে সেই বর্ণনাগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনী ইল্‌ম অর্জনকারী লোক অথবা ইল্‌ম অর্জন সত্ত্বেও আমল না করা ব্যক্তিদের মন্দ পরিণতি এবং তাদের ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাতে ভীষণ শাস্তির উল্লেখ রয়েছে।

ইল্‌ম অধ্যায়ের পর 'কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ্‌' রয়েছে। তাতে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা এবং বিদ্'আতসমূহ থেকে বেঁচে থাকার ধারাবাহিকতায়

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্নাত ও বিদ্'আতের হাকীকত, শরী'আতে সুন্নাতের স্থান, আল্লাহ্র কিতাবের ন্যায়ই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতও অবশ্য অনুসরণীয় এবং নাজাতের উপায় হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' সম্বন্ধে বর্ণনাও রয়েছে। আর এ কাজের পুরস্কার ও সাওয়াবের উল্লেখও রয়েছে। বস্তুত শক্তি থাকা সত্ত্বেও 'আমর বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার' না করার ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে শক্ত পাকড়াও-এর বর্ণনাও রয়েছে। আমর বিল মারূফ-এর অধীনেই আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের ফযীলতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে জিহাদ সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক রচনা কুরআন মজীদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনার আলোকে হযরত মাওলানার কলম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা লিখিয়েছেন।

জিহাদ সম্পর্কিত বর্ণনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় আলোচনার পর 'কিতাবুল ফিতান' রয়েছে। তাতে উম্মতের ওপর ভবিষ্যতে আগমনকারী দীনের অবনতি ও পতন এবং ফিত্নাসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই উম্মত এগুলো থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করবে। চেষ্টা করবে, যেন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হয়, যার ফলে ফিত্নাসমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর যদি আল্লাহ্ না করুন ফিত্নাসমূহের সম্মুখীন হতেই হয়, তখন কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনা কি, এ আলোচনা রয়েছে। কিতাবুল ফিতানেই আলামতে কিয়ামত সম্বন্ধে হাদীসসমূহের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোতে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বের আলামতগুলো এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ের আলামতগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কিয়ামতের আলামতে দাজ্জালের ফিত্না, হযরত মাহ্দীর আগমন ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। আর অতি সুন্দরভাবে এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে এসব বিষয় সম্বন্ধে আহ্লি সুন্নাতের পথ ও মতের বিশ্লেষণ হয়ে যায় এবং এসবের ব্যাপারে যে ভুল আকীদা ও চিন্তাধারা উম্মতের মধ্যে চলে আসছে, তা খণ্ডনও হয়ে যায়। বিশেষভাবে হযরত মাহ্দী (আ) সম্বন্ধে শী'আ বিশ্বাস ও আহ্লি সুন্নাতের বিশ্বাসের পার্থক্যে খুবই উত্তম ও মূল্যবান আলোচনা এসেছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের বর্ণনাসমূহের ব্যাখ্যায় কাদিয়ানীদের ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলিষ্ঠ দলীল ও ব্যাখ্যা দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে; যা বর্তমানে খুবই আবশ্যক। যেহেতু এ ফিত্না এখন গোটা জগতের বড় ফিত্না, তাই অধমের ধারণা, আলিমগণেরও তা পাঠ করা ইন্শা আল্লাহ্ উপকারী প্রমাণিত হবে।

কিয়ামতের আলামতের পর কিতাবুল মানাকিব ও ফাযাইল রয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই সব বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে (এরপর এগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে) যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতক ব্যক্তির কিংবা বিশেষ শ্রেণীর এরূপ প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর প্রতিভাত করেছিলেন। সে সব হাদীসেও উম্মতের জন্য হিদায়াতের বড় উপকরণ রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম সায়্যিদিনা মাওলানা (আমার আব্বা-আম্মা তাঁর প্রতি কুরবান) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফযীলত ও উঁচু স্থানসমূহ সম্পর্কিত হাদীসগুলো রয়েছে, যেগুলো তিনি নি'আমতের প্রকাশস্বরূপ অথবা উম্মতকে সঠিক মর্যাদা জ্ঞাতকরণার্থে বর্ণনা করেছেন।

এ ধারাবাহিকতায় তাঁর জন্ম, নবুওত ও তাঁর পবিত্র জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে যথেষ্ট ইল্মী আলোচনা এসেছে, যা ইন্শাআল্লাহ্ হাদীস শরীফের উঁচু শ্রেণীর ছাত্র, বরং আলিমগণেরও অতিশয় উপকারী বলে প্রমাণিত হবে।

তাঁর ফযীলতের অধীনে তাঁর উত্তম চরিত্র, মৃত্যু-রোগ ও ওফাত, এরপর ওফাত সম্বন্ধে হাদীসসমূহ উল্লেখপূর্বক এগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওফাতকালীন তাঁর অতি মূল্যবান ওসীয়তগুলোও ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফাযাইল ও মানাকিবের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফাযাইল বর্ণনা করে এগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খলীফা হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর হযরত উমর (রা)-এর ফাযাইল ও মানাকিবের হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ফাযাইল বর্ণনা করার পর সেই বর্ণনাবলিও উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উভয় সাহাবীর ফযীলত একত্রে বর্ণনা করেছেন।

এরপর তাঁর উভয় জামাতা [হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা)]-এর ফাযাইল ধারাবাহিক উল্লেখ করা হয়েছে। খুলাফায়ে রাশিদীনের ফাযাইলের বিন্যাস তাঁদের খিলাফতের ক্রমানুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আহ্লি সুন্নাতের নিকট তাঁদের মর্যাদা ও স্থানের যে ক্রমিকধারা বিদ্যমান, তা অনুরূপই। এ উভয় ব্যক্তির ফাযাইলের ধারাবাহিকতায়ও কতক অতি মূল্যবান ইল্মী আলোচনা এসে গেছে। বিশেষভাবে সায়্যিদিনা হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর আলোচনায় কতক শী'আ আকীদার সমালোচনা সর্বজন বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করে তা খণ্ডন করা হয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com

খলীফা চতুষ্টয়ের ফযীলত বর্ণনার পর 'আশারা মুবাশ্‌শারার অবশিষ্ট ছয়জন সাহাবী- হযরত তাল্‌হা, হযরত যুবাইর, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়দ, হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ফাযাইল ও মানাকিবের বর্ণনাবলি ও এর ব্যাখ্যা রয়েছে।

'আশারা মুবাশ্‌শারা-এর ফাযাইল বর্ণনার পর 'ফাযাইলে আহ্‌লি বায়তে নববী' (সা) শিরোনামে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ও পবিত্র কন্যাগণের ফাযাইলের উল্লেখ রয়েছে। লিখক হযরত মাওলানা এ বিষয়ে আহ্‌লি বায়ত শব্দের ওপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে কেবল উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্‌সা (রা)-এর ফাযাইল ও মানাকিবের বর্ণনা হযরত মাওলানার হাতে হয়েছিল। আর এটাও হয়েছিল দীর্ঘ দীর্ঘ বিরতিসহকারে। বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অবস্থা ও রোগসমূহ সত্ত্বেও হযরত মাওলানা (র) একাজ যেভাবে করেছেন, তা তাঁর আল্লাহ্‌ই জানেন। ইন্‌শাআল্লাহ্, তিনি তাঁকে নিজের মহান মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার ও সওয়াব দান করবেন।

এরপর হযরত মাওলানা (র)-এর ধারাবাহিকতার পূর্ণতার জন্য আমি অধমকে নির্দেশ দেন। নিঃসন্দেহে এটা আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। কিন্তু আক্ষেপ! এ ধারাবাহিকতা হযরত মাওলানার দ্বারাই যদি পূর্ণতা পেত, তবে এই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হতো না- পাঠকালে পাঠক যা অনুভব করবেন।

কোথায় হযরত মাওলানা (র)-এর ইল্‌ম ও বোধশক্তি, কঠিন থেকে কঠিন বিষয়াবলি সহজভাবে উপস্থাপনের ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা, মনে হয় যেন আল্লাহ্ তাঁর জন্য লোহাকে অনেকটা নরম করে দিয়েছেন। আর কোথায় এই পুঁজিহীন ব্যক্তি!

প্রথমদিকে তো আমি লিখে লিখে হযরত মাওলানাকে দেখাতাম। এরপর তাঁর রোগ বৃদ্ধির কারণে এটাও কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর অবশিষ্ট পবিত্র স্ত্রীগণ ও পবিত্র কন্যাগণ এবং তাঁর অন্যান্য আহ্‌লি বায়তের ফাযাইলের বর্ণনা এ অধমের কলমে হয়েছে। আহ্‌লি বায়তের ফাযাইলের উল্লেখের পর আমি, সাহাবা কিরামের ফাযাইল উল্লেখ করেছি।

আমি যে সব সাহাবীর উল্লেখ করেছি এবং যে ক্রমিকে করেছি, তা সেই সব সাহাবা কিরামের প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এবং নিজের বিবেচনার ভিত্তিতে করেছি। নচেৎ এটা নিশ্চিতভাবে সম্ভব যে, অন্যান্য সাহাবা কিরাম যাদের আলোচনা করা

হয়নি তাঁরা এই সব সাহাবা কিরামের তুলনায় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হবেন, যাদের ফাযাইল ও মানাকিবের বর্ণনা আমি করেছি।

হযরত মাওলানা (র)-এর এই অভ্যাস চালু ছিল যে, মা'আরিফুল হাদীসের খণ্ডগুলোতে ভূমিকা কিংবা মুখবন্ধের পর মা'আরিফুল হাদীসের পাঠকবৃন্দকে এই বলে নসীহত বা ওসীয়ত করতেন যে,

'হাদীসে নববীর পাঠ কেবল ইল্‌মী পরিভ্রমণ হিসেবে কখনো করা উচিত নয়। বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে নিজের ঈমানী সম্বন্ধকে সতেজ করতে ও আমলের জন্য হিদায়াত অর্জনের উদ্দেশ্যে তা করা উচিত। বস্তুত পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহব্বত ও বড়ত্বকে অন্তরে অব্যশই জাগ্রত করা হবে। আর এভাবে আদব ও মনোযোগের সাথে পাঠ করা হবে, যেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মজলিসে আমি হাযির, আর তিনি বলছেন ও আমি শুনছি। যদি এরূপ করা হয় তবে অন্তর ও রূহে নূর, বরকত ও ঈমানী অবস্থাদির কিছু না কিছু অংশ ইন্‌শাআল্লাহ্ অবশ্যই অর্জনের সৌভাগ্য হবে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সেই সৌভাগ্যবানদের অর্জিত হত- যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি রূহানী ও ঈমানী ফায়দা অর্জনের সম্পদ দান করেছিলেন।

এ অক্ষম নিজের শিক্ষকমণ্ডলী ও বুযুর্গদের দেখেছে, আদব হিসেবে তাঁরা হাদীসে নববীর পঠন-পাঠনের জন্য উযূর গুরুত্ব দিয়ে থাকতেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমি লিখককে এবং এ কিতাবের পাঠকবৃন্দকেও এ আদবের সৌভাগ্য দান করুন।

যদি হযরত মাওলানা (র) জীবিত থাকতেন আর এ খণ্ডের ভূমিকা লিখতেন তবে আমার ধারণা, তিনি এ খণ্ডেও এ কথা পুনরুল্লেখ করতেন। সুতরাং এ কিতাবের পাঠকবৃন্দের নিকট বিনীত নিবেদন এই, কিতাবখানা পাঠকালে হযরত মাওলানার (র)-এর ওসীয়তের ওপর অবশ্যই আমল করবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ —

মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাম্ভলী
(হাদীসের শিক্ষক, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ)

www.BANGLAKITAB.com

ইল্‌ম অধ্যায়

দীনী পরিভাষা এবং কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ইল্‌ম দ্বারা উদ্দেশ্য সেই ইল্‌ম যা নবী (আ) গণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে বান্দাদের হিদায়াতের জন্য এসেছে। আল্লাহ্‌র কোন নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনে এবং তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে নেওয়ার পর মানুষের ওপর সর্ব প্রথম অবশ্য কতর্ব্য এটা বর্তায় যে, সে জানবে এবং জানার চেষ্টা করবে, এ নবী আমার জন্য কী শিক্ষা ও উপদেশাবলি নিয়ে এসেছেন? কি করা আর না করা আমার উচিত? ইল্‌মের ওপর দীনের যাবতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষাদান করা ঈমানের পর সর্বপ্রথম অপরিহার্য কর্তব্য।

এই শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া মৌখিক কথা-বার্তা এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারাও হতে পারে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ও তাঁর পরবর্তী নিকটবর্তী যুগে ছিল। সাহাবা কিরাম (রা)-এর গোটা ইল্‌ম তাই ছিল, যা তাঁদের অর্জিত হয়েছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ শুনে, তাঁর কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে, কিংবা এরূপে তাঁর নিকট হতে কোনভাবে উপকৃত হওয়া অন্য সাহাবা কিরাম (রা) থেকে। এভাবে অধিকাংশ তাবিঈনের ইল্‌মও তাই ছিল যা সাহাবা কিরাম-এর সাহচর্য ও তাঁদের থেকে শ্রবণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। আর এ ইল্‌ম লিখা-পড়া ও গ্রন্থাদির মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। যেমন, পরবর্তী যুগসমূহে এর সাধারণ অবলম্বন ছিল গ্রন্থাদি পঠন-পাঠন,যা এখনো প্রচলিত আছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বাণীসমূহে আবশ্যকীয় দীনী ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁকে আল্লাহ্‌র নবী স্বীকার করে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ্‌র দীন ইসলাম গ্রহণ করবে। এই ইল্‌ম অর্জনে কষ্ট ও পরিশ্রমকে তিনি 'আল্লাহ্‌র পথে' এক প্রকার জিহাদ ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের অতি বিশেষ ওসীলা বলেছেন। আর এ বিষয়ে শৈথিল্য ও অবহেলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ স্থির করেছেন।

www.BANGLAKITAB.com

এ ইল্ম নবী (আ) গণের, বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মূল্যবান ত্যাজ্যবিত্ত, এবং গোটা জগতের সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ। আর যে সব সৌভাগ্যবান বান্দা এ ইল্ম অর্জন করে, এর দাবি পূরণ করে, তাঁরা নবীগণের উত্তরাধিকারী। আসমানের ফেরেশ্তা থেকে যমিনের পিঁপড়া ও সাগরের মাছ- তথা গোটা সৃষ্টি তাঁদের ভালবাসে, তাঁদের জন্য কল্যাণের দু'আ করে। আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোর প্রকৃতিতে এ বিষয় রেখে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে সব ব্যক্তি নবী (আ) গণের এই পবিত্র ত্যাজ্যবিত্তকে ভুল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তারা নিকৃষ্টতম অপরাধী এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও আযাবের যোগ্য।

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا ـ

এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর ইল্ম শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্ন বর্ণিত হাদীসসমূহ পাঠ করুন।

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ইল্ম অন্বেষণ ও অর্জন অবশ্য কর্তব্য

١ــ عَنْ اَنَسٍ رضــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه البيهقى فى شعب الايمان وابن عدى فى الكامل ورواه الطبرنى فى الاوسط عن ابن عباس وفى الكبير والاوسط عن ابى مسعود وابى سعيد وفى الصغير عن الحسين) ــ

১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইল্ম অন্বেষণ ও অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

এ হাদীস হযরত আনাস (রা) থেকে বায়হিকী শু'আবুল ঈমান এবং ইব্ন 'আদী কামিলে বর্ণনা করেছেন। আর এ হাদীসই তাবারানী মু'জামে আওসাতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে এবং সুনানে কবীর ও সুনানে আওসাতে আবূ মাসউদ ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এবং মু'জামে সাগীরে হযরত হুসাইন থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

১. কানযুল 'উম্মাল খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০০ এবং জামউল ফাওয়াইদ খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ৪০, আলোচ্য হাদীস, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ - সম্বন্ধে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, যদিও হাদীস খানি এরূপ প্রসিদ্ধ যা আলিমগণ ছাড়া অনেক সাধারণ ব্যক্তিরও মুখস্থ আছে এবং হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে (আর উপলব্ধিগত অর্থ ও বিষয়-বস্তুর দাবির প্রেক্ষিতে এটা বিশুদ্ধ হওয়ার মধ্যে কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহের সুযোগ নেই) কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয়, মুহাদ্দিসীনের নীতিমালা ও মানদণ্ড অনুযায়ী এর কোন সনদই বিশুদ্ধ নয়। প্রতিটি সনদই দুর্বল। এ জন্য পূর্ববর্তী সব মুহাদ্দিস এটাকে দুর্বলই নির্ধারণ করেছেন। তবে

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম সেই ব্যক্তি,যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর নির্ধারণ করে নিয়েছে, আমি ইসলামী শিক্ষা ও উপদেশাবলি অনুযায়ী জীবন যাপন করব। এটা তখনই সম্ভব যখন ইসলাম সম্বন্ধে আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জন করবে। এজন্য প্রত্যেক মু'মিন ও মুসলিমের ওপর ফরয এবং প্রথম ফরয হচ্ছে, প্রয়োজন অনুযায়ী সে ইসলামী শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা করবে। আলোচ্য হাদীসের দাবি ও বার্তা এটাই। আর যে রূপে বলা হয়েছে, এ ইল্ম কেবল আলাপ-আলোচনা ও সাহচর্য দ্বারাও অর্জিত হতে পারে।

এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা-মাধ্যমে অর্জন করা যায়। বস্তুত হাদীসের অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আলিম ফাযিল হওয়া ফরয। বরং উদ্দেশ্য, ইসলামী জীবন যাপনে যে ব্যক্তির যে পরিমাণ ইল্মের প্রয়োজন কেবল ততটুকু ইল্ম অর্জন করা তার জন্য আবশ্যক।

কোন কোন কিতাবে হাদীসটি كُلِّ مُسْلِمٍ এর পর مُسْلِمَاتٍ অতিরিক্ত শব্দ সংযোজনে বর্ণিত হয়েছে। তবে যাঁচাইকৃত কথা হচ্ছে, আলোচ্য হাদীসে مُسْلِمَاتٍ সংযোজন প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, মৌলিক ভাবে مُسْلِمٍ শব্দে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী অন্তর্ভুক্ত।

দীনে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে, জ্ঞাত ব্যক্তিদের থেকে শিখবে, আর জ্ঞাত ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে, তাদেরকে শিক্ষা দেবে।

٢. عَنْ اَبْزَى الْخُزَاعِيِّ وَالِدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ لاَ يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلاَ يُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلاَ يَعِظُوْنَهُمْ وَلاَ يَاْمُرُوْنَهُمْ وَلاَ يَنْهَوْنَهُمْ وَمَابَالُ اَقْوَامٍ لاَ يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلاَ يَتَفَقَّهُوْنَ وَلاَ يَتَّعِظُوْنَ، وَاللّٰهِ

হাফিয সুয়ূতী বলেন, আমি হাদীসের কিতাবসমূহ খোঁজে এর বর্ণনায় প্রায় পঞ্চাশটি অভিমত জেনেছি ও একত্রিত করেছি। এই অধিক অভিমতের ভিত্তিতে আমি হাদীসটিকে 'বিশুদ্ধ' নির্ধারণ করেছি, যদিও আমার পূর্বের সব মুহাদ্দিস এটাকে দুর্বল বলেছেন। আর হাফিয সাখাবী বলেছেন, ইবৃন শাহীন এ হাদীসকে হযরত আনাস (রা) থেকে এরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন, যার সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (তাই এ সনদ হিসাবে আলোচ্য হাদীস মুহাদ্দিসীনের নীতিমালা ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ)

اعذب الموافى تخريج جمع الفوائد بجواله فيض القدير ٨٦٢ ج٤

www.BANGLAKITAB.com

لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ وَيَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُونَ وَيَتَّعِظُونَ اَوْلَاُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا ـــ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ بَيْتَهُ. فَقَالَ قَوْمٌ مَّنْ تَرَوْنَهُمْ عَنٰى بِهٰؤُلَاءِ؟ فَقَالُوْا نَرَاهُ عَنٰى بِهِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ وَلَهُمْ جِيرَانٌ جُفَاةٌ مِنْ اَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْاَعْرَابِ ـــ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ وَذَكَرْتَنَا بِشَرٍّ فَمَا بَالُنَا؟ فَقَالَ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ وَلَيُفَقِّهَنَّهُمْ وَلَيَعِظَنَّهُمْ وَلَيَاْمُرَنَّهُمْ وَلَيَنْهَيَنَّهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَّعِظُوْنَ وَيَتَفَقَّهُوْنَ اَوْلَاُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ اَبِطَيْرِ غَيْرِنَا؟ فَاَعَادَ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ وَاَعَادُوْا قَوْلَهُمْ اَبِطَيْرِ غَيْرِنَا؟ فَقَالَ ذَالِكَ اَيْضًا، فَقَالُوْا اَمْهِلْنَا سَنَةً فَاَمْهَلَهُمْ سَنَةً ـــ لِيُفَقِّهُوْهُمْ وَيُعَلِّمُوْهُمْ وَيَعِظُوْهُمْ ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

(رواه ابن راهويه والبخارى فى الوحدان وابن السكن وابن مندة والطبرانى فى الكبير)

২. প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুর রহমান (রা)-এর পিতা আবযা আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদের মিম্বরে) ওয়াজ করেন, তাতে তিনি মুসলমানদের কতক গোত্রের প্রশংসা করেন। (যে, তারা তাদের দায়িত্বসমূহ সঠিক ভাবে পালন করছে) এরপর তিনি (মুসলমানদের অন্যান্য গোত্রকে সতর্ক ও তিরস্কার করে) বলেন, কী ব্যাপার সেই ব্যক্তিদের (এবং কী অজুহাত তাদের নিকট) যারা দীন না জানা মুসলমান প্রতিবেশীকে দীন শিক্ষা দেয় না এবং দীনের জ্ঞান প্রদান করে না। ওয়াজ নসীহত করে না, তাদের প্রতি সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালন করে না (এতদসঙ্গে তিনি বলেন) আর কী ব্যাপার সেই লোকদের (এবং কী অজুহাত তাদের নিকট যারা দীন ও আহ্‌কাম সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় তা সত্ত্বেও) যারা নিজেদের নিকটে বসবাসকারী দীনী শিক্ষা ও দীনী ইল্‌ম অর্জনকারী মুসলমানদের থেকে দীন শিখতে, দীনী জ্ঞান আহরণ

করতে এবং তাদের ওয়াজ নসীহত থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করে না? (এরপর তিনি শপথসহ জোর দিয়ে বলেন)

বস্তুত সেই ব্যক্তিগণ (যারা দীনের ইল্‌ম রাখে তারা, দীনের ইল্‌ম রাখে না) নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে আবশ্যিকভাবে দীন শিক্ষা দিতে এবং তাদের মধ্যে দীনের জ্ঞান সৃষ্টি করতে স্বচেষ্ট হবে। তাদেরকে ওয়াজ নসীহত, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর (যে সব ব্যক্তি দীন ও এর আহ্‌কাম সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় তাদের প্রতি) আমার তাকিদ হচ্ছে, তারা (দীনের জ্ঞান ও ইল্‌মধারী প্রতিবেশীদের থেকে দীন শিক্ষা করবে, দীনের জ্ঞান অর্জন করবে, তাদের ওয়াজ নসীহত হতে উপকৃত হবে, না হলে (অর্থাৎ- যদি এ উভয় দল এ উপদেশ অনুযায়ী কাজ না করে তবে) এ জগতেই আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করাব।

এরপর (অর্থাৎ এই সতর্কীকরণ ওয়াজের পর) তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে ঘরে প্রবেশ করেন। তারপর লোকজন পরস্পর বলাবলি করেন, কী ধারণা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য কারা? (অর্থাৎ এ ওয়াজে তিনি কাদের সতর্ক ও তিরস্কার করেছেন?) কেউ বললেন, আমাদের ধারণা, তাঁর উদ্দেশ্য আশ'আরী সম্প্রদায়, (অর্থাৎ আবূ মূসা আশ'আরীর গোত্রের লোকজন) তাঁদের অবস্থা হচ্ছে, তাঁরা ফকীহ্, দীনের জ্ঞান ও ইল্‌ম রাখে) আর তাঁদের পাশে পানির নালার নিকটে বাসকারী এরূপ বেদুঈন রয়েছে যারা একেবারে নিরক্ষর (এবং দীন সম্বন্ধে বিলকুল অজ্ঞ)।

এসব কথা আশ'আরীদের কানে এলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর সমীপে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (জানতে পারলাম) আপনি প্রশংসার সাথে কতক গোত্রের উল্লেখ করেছেন। আর আমাদের মন্দ বলা হয়েছে। আমাদের বিষয় কী ? (এবং ত্রুটি কি?) তিনি বললেন, (আমার বলা কেবল এই-দীনের ইল্‌ম ও জ্ঞানী) লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা (দীন না জানা) স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে দীন শিক্ষা দেবে, তাদের মধ্যে দীনের জ্ঞান সৃষ্টি করবে, তাদের ওয়াজ নসীহত, এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বারণ করবে। আর যারা দীন জানে না, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, তারা (দীনের জ্ঞানী) নিজেদের প্রতিবেশী থেকে দীনী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাদের ওয়াজ ও নসীহত দ্বারা নিজেরা উপকৃত হতে থাকবে, এবং তাদের থেকে দীনের জ্ঞান লাভ করবে। কিম্বা এরপর আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়াব। আশ'আরীগণ নিবেদন করলেন, অন্য লোকদের অপরাধ ও ত্রুটির শাস্তিও কি আমাদের ভোগ করতে হবে? উত্তরে তিনি সেই কথাই পুনরোক্ত করলেন যা পূর্বে বলেছিলেন। আশ'আরীগণ আবার সেই নিবেদন করেন, যা প্রথমে নিবেদন করেছিলেন যে, অন্যদের গাফলত ও ত্রুটির শাস্তিও কি আমরা পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা-ও। (অর্থাৎ দীন জানা

www.BANGLAKITAB.com

ব্যক্তিগণ যদি নিজেদের অজ্ঞ প্রতিবেশীদের দীন শিক্ষা দিতে ত্রুটি করে, তবে তারাও এর শাস্তি পাবে।

আশ'আরীগণ নিবেদন করলেন, এরপর আমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দেওয়া হোক। তিনি তাদেরকে এক বছরের অবকাশ দান করেন, যেন নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে দীন শিক্ষা দেয়, তাদের মধ্যে জ্ঞান সৃষ্টি করে ও ওয়াজ নসীহত দ্বারা তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এরপর তিনি (সূরা মায়িদার) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِـــكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْـــسَ مَاكَـــانُوْا يَفْعَلُوْنَ —

'বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফ্‌রী করেছিল তারা দাঊদ ও মারয়াম (আ)-এর পুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। এটা এ জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যে সব মন্দ কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না, তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট'! (সূরা মায়িদা ৭৮-৭৯)

(মুসনাদে ইব্‌ন রাহ্‌বীয়া, বুখারীর ওয়াহ্‌দান, সহীহ্ ইবনুস্ সিক্কিন, মুন্‌দা ইব্‌ন মুন্‌দাহ্, তাবারানীর মু'জামে কাবীর)[১]

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের অর্থ বুঝার জন্য যতটুকু ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল তা তরজমার সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষায় এ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, কোন বস্তী বা এলাকার যে ব্যক্তি দীনের ইল্‌ম ও জ্ঞান রাখে, তার দায়িত্ব ও ডিউটি হচ্ছে- সে দীনের ব্যাপারে আশে-পাশের অজ্ঞদেরকে আল্লাহ্‌র জন্য দীন শিক্ষা দেবে, এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে তাদের দীনী লালন-পালন ও সংশোধনের চেষ্টা করে যাবে। আর এই শিক্ষাসেবাকে স্বীয় জীবনের পরিকল্পনার বিশেষ অংশ বানিয়ে নেবে।

আর দীনে অজ্ঞ মুসলমানগণ এ বিষয় নিজেদের কর্তব্য ও জীবনের প্রয়োজন মনে করবে যে, দীনের জ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দীন শিখবে এবং তাদের ওয়াজ নসীহত দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে গাফলত ও ত্রুটিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাস্তিযোগ্য অপরাধ নির্ধারণ করেছেন।

১. কানযুল উম্মাল খণ্ড-৩ পৃঃ-৩৮৮, জাম'উল ফাওয়াইদ খণ্ড-১ পৃঃ-৫২ (আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা থেকে তাবারানীর মু'জামুল কবীরের বরাতে)

দীনী শিক্ষা-দীক্ষার এটা এরূপ সাধারণ পদ্ধতি ছিল যে, এর মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি মক্তব-মাদ্‌রাসা ছাড়া এবং কিতাব ও কাগজ কলম ছাড়া, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক লেখা-পড়া ছাড়াই দীনের আবশ্যকীয় ইল্‌ম অর্জন করতে সক্ষম হত। বরং পরিশ্রম ও যোগ্যতা অনুযায়ী দীনী ইল্‌মে পূর্ণতাও অর্জন করতে সক্ষম হত। সাহাবা কিরাম (রা) এবং তাবিঈন-এর গরিষ্ঠ সংখ্যকও এভাবেই দীনী ইল্‌ম অর্জন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের ইল্‌ম আমাদের কিতাবী ইল্‌ম থেকে অধিক পরিপক্ক ও নির্ভরযোগ্য ছিল। তাঁদের পর উম্মতের মধ্যে দীনী ইল্‌ম যা ছিল এবং আছে তা সবই তাঁদের ত্যাজ্য।

আক্ষেপ! পরবর্তীকালে উম্মতের মধ্যে এ পদ্ধতি চালু থাকে নি। যদি চালু থাকত তবে উম্মতের কোন শ্রেণী, কোন দল বরং কোন সদস্য দীন সম্বন্ধে অজ্ঞ ও বেখবর থাকত না। এই শিক্ষা নীতির এটাও বিশেষ কল্যাণ ছিল যে, তখন ইল্‌মের ছাঁচে জীবন অতিবাহিত হত।

হাদীসের শেষে বর্ণিত হয়েছে, আশ'আরী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিবেদন করেন, আমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দেওয়া হোক। এ সময়ে ইন্‌শা আল্লাহ্ আমরা এ শিক্ষা অভিযান পূর্ণ করব। তাঁদের এই আবেদন তিনি মঞ্জুর করেন। এটা যেন সেই অঞ্চলের গোটা আবাদীর জন্য এক সালা শিক্ষা পরিকল্পনা ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই, যদি আজও প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি অঞ্চলের সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সব মুসলমান এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে, পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা চালায়, তবে উম্মতের সব শ্রেণীর মধ্যে ঈমানী জীবন এবং দীনের প্রয়োজনীয় স্তরের জ্ঞান ব্যাপক হতে পারে।

এ কথার ধারাবাহিকতা শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা মায়িদার যে দুই আয়াত তিলাওয়াত করেন তাতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র মর্যাদাবান নবী দাঊদ ও ঈসা (আ)-এর ভাষায় লা'নত করা হয়েছে এবং তাদের অভিশপ্ত হওয়ার ঘোষণা হয়েছে, তাদের অভিশপ্ত হওয়ার বিশেষ অপরাধ এই ছিল যে, একে অন্যকে গোনাহ্ ও মন্দকর্ম হতে বিরত রাখতে এবং দীনী ও চারিত্রিক সংশোধনের কোন চিন্তা ও চেষ্টা তাদের ছিল না। জানা গেল, এ অপরাধ এমন শক্ত যে, এ কারণে মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর নবীগণের লা'নতযোগ্য হয়ে পড়ে।

ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সতর্কতা ও তিরস্কার করেছিলেন আলোচ্য আয়াত তার কুরআনী প্রমাণ। তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করে যেন বললেন- আমি যা কিছু ভাষণে বলেছি এবং যে বিষয়ে আমার অবিচলতা, সেটা এই, যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুরআন মজীদে উক্ত আয়াত সমূহে উল্লেখ করেছেন।

www.BANGLAKITAB.com

দীনী ইল্‌ম এবং তা শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানকারীর স্থান ও মর্যাদা

٣. عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ — (رواه احمد والترمذى وابوداؤد وابن ماجة والدرامى)

৩. হযরত আবূদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি (দীনের) ইল্‌ম অর্জনের জন্য কোন পথে চলে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পরিচালিত করেন। আর (তিনি বলেন) আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশ্‌তাগণ ইল্‌ম অন্বেষণকারীদের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ (এবং সম্মান) হিসাবে নিজেদের পাখা অবনত করে দেন। আর (বলেন) দীনী ইল্‌ম বহনকারীর জন্য আসমান যমীনের যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও। আর (তিনি বলেন) আবিদগণের ওপর আলিমের এরূপ মর্যাদা অর্জিত যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য নক্ষত্রের ওপর। তিনি এটাও বলেছেন, আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যাননি বরং তাঁরা উত্তাধিকার হিসাবে ইল্‌ম ছেড়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে বড় সৌভাগ্য অর্জন করল।

(মুসনাদে আহ্‌মদ, জামি' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে ইবন মাজাহ্, মুসনাদে দারিমী)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃতপক্ষে নবী (আ) গণের ত্যাজ্য হচ্ছে, তাঁদের নিয়ে আসা সেই ইল্‌ম যা বান্দাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আর যে রূপে প্রথমে বলা হয়েছে, তা এ জগতের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তাবারানী মু'জামে আওসাতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। লোকজন নিজেদের ব্যবসায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা এখানে রয়েছ আর মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ত্যাজ্যবিত্ত বন্টিত হচ্ছে? লোকজন মসজিদের দিকে দৌড়ালেন। এরপর প্রত্যাবর্তন করে বললেন, সেখানে তো কিছুই বন্টিত হচ্ছে

না! কতক ব্যক্তি নামায পড়ছেন, আর কতক কুরআন তিলাওয়াত করছেন, কেউ কেউ হালাল-হারামের অর্থাৎ শরী'আতের আহ্‌কাম ও মাসাইলের কথা আলোচনা করছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বললেন, এটাই তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তরাধিকার ও তাঁর ত্যাজ্যবিত্ত।

(জাম'উল ফাওয়াইদ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭)

٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ — (رواه الترميذى والضياء المقدسى)

৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণ ও অজর্নের জন্য (ঘর হতে কিংবা দেশ হতে) বের হয়েছে সে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে। (জামি' তিরমিযী, আল-মাকদিসী)

٥. عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ — (رواه الترمذى)

৫. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন, এবং তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান যমীনে বসবাসকারী সব সৃষ্টিবস্তু, এমন কি পিঁপড়া তার গর্তে এবং (পানিতে বসবাসকারী) মাছও সেই ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দু'আ করে, যে লোকজনকে উত্তম বিষয়-দীন শিক্ষা দান করে। (জামি' তিরমিযী)

٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهِ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ, اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ — (رواه الدارمى)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মসজিদে অবস্থানরত দু'টি মজলিসের নিকট দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, উভয় মজলিসই উত্তম (একটি মজলিসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন) এসব লোক আল্লাহ্‌র নিকট দু'আকারী, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। আল্লাহ্

www.BANGLAKITAB.com

চাইলে দান করবেন, আর চাইলে দান করবেন না। (তিনি মালিক ও ক্ষমতাবান) আর অন্য মজলিস সম্বন্ধে বললেন, এসব লোক ফিক্‌হ অথবা দীনী ইল্‌ম অর্জনের জন্যে এবং অজ্ঞদেরকে শিক্ষাদানের জন্য ব্যস্ত আছে। সুতরাং তারা শ্রেষ্ঠ। আর আমি তো শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। এরপর তিনি তাঁদের মধ্যে বসে গেলেন। (মুস্‌নাদে দারিমী)

٧. عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الاسلاَمَ فَبَيْنَه وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ — (رواه الدارمى)

৭. হযরত হাসান বসরী[১] ইরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু এমতাবস্থায় আসে যে, সে এ উদ্দেশ্যে দীনী ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জনে নিয়োজিত, যা দ্বারা ইসলামকে জীবন্ত করবে, তবে জান্নাতে তার ও নবীগণের মধ্যে কেবল এক স্তর পার্থক্য হবে। (মুস্‌নাদে দারিমী)

٨. عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ هذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَى اَدْنَاكُمْ — (رواه الدارمى)

৮. হযরত হাসান বসরী (র) ইরসালরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বনী ইসরাঈলের এরূপ দু'ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, যাদের একজনের অভ্যাস ছিল, তিনি ফরয নামায আদায় করতেন এরপর বসে

১. যেমন জানা আছে, হযরত হাসান বসরী (র) একজন তাবিঈ'। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাননি। বিভিন্ন সাহাবা কিরামের মাধ্যমে তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসসমূহ পৌঁছেছে। আলোচ্য হাদীস এবং পরবর্তী লিপিবদ্ধাধীন হাদীসও তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। যাদের মাধ্যমে তাঁর নিকট এই সব হাদীস পৌঁছেছে সেই সব সাহাবীদের বরাত তিনি দেন নি। তাবি'ঈগণের এইরূপ বর্ণনা পদ্ধতিকে 'ইরসাল' আর এরূপ হাদীসকে 'মুরসাল' বলা হয়।

লোকজনকে উত্তম ও নেকীর কথা বলতেন ও দীনের শিক্ষাদান করতেন। অন্যজনের অবস্থা ছিল, সারা দিন রোযা রাখতেন আর রাতে দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করতেন। (তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল) এ দু'ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, এই আলিম, যে ফরয নামায পূর্ণ করে পুনরায় লোকজনকে দীন ও নেকীর কথা শিক্ষাদানের জন্য বসে যায়। দিনে রোযা পালনকারী ও রাতজাগা আবিদের তুলনায় তাঁর এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত, যে রূপ তোমাদের কোন সাধারণ ব্যক্তির ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত। (মুসনাদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহে 'ইল্‌ম', 'তালিবীনে ইল্‌ম', 'উলামা', ও 'মু'আল্লিমীন'-এর অসাধারণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এর মুদ্দাকথা ও রহস্য এই যে, এ ইল্‌ম আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত হিদায়াতের আলো, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে এসেছে। আর দুনিয়া থেকে তাঁর ইন্‌তিকালের পর তাঁর আনীত ওহীর ইল্‌ম (যা কুরআন মজীদে রয়েছে) উম্মতের জন্য তাঁর নবুওতীর অস্তিত্বের স্থলবর্তী। আর এটা বহনকারী উলামা ও উস্তাদবৃন্দ জীবন্ত মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্থলবর্তী। তাঁরা নবী তো নন, তবে নবীগণের উত্তরাধীকারী হিসাবে নবুওতের কাজ সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজই আঞ্জাম দিচ্ছেন তাঁর সাহায্যকারী ও সহায়ক শক্তি হিসাবে। এ বৈশিষ্ট্যই তাঁদেরকে সেই স্থানে ও মর্যাদায় উপনীত করে আল্লাহ্‌র অসাধারণ দানের যোগ্য করেছে। উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে এ ঘোষণাই করা হয়েছে যা সামনে লিপিবদ্ধাধীন বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ইল্‌মে দীন অন্বেষণ ও অর্জন এবং পঠন-পাঠন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য এবং আখিরাতের পুরস্কারের জন্য হতে হবে। আল্লাহ্ না করুন যদি পার্থিব উদ্দেশ্য হয়, তবে তা নিকৃষ্টতম গুনাহ্। বিশুদ্ধ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনানুযায়ী এ জাতীয় লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।

একটি জরুরি ব্যাখ্যা

এ ধারাবাহিকতায় এখানে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমাদের এ যুগে দীনী মাদ্‌রাসা ও দারুল উলূমগুলোর আকৃতিতে দীনী ইল্‌ম শিক্ষা করার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে এ প্রেক্ষিতে যখন আমাদের দীনী মাহ্‌ফিলসমূহে তালিব ইল্‌ম শব্দ বলা হয়, তখন মস্তিষ্ক এই দীনী মাদ্‌রাসাসমূহে শিক্ষাগ্রহণকারী তালিব ইল্‌মদের প্রতিই ধাবিত হয়। এভাবে দীনের 'আলিম' অথবা দীনের 'মু'আল্লিম' শব্দ শুনে মস্তিষ্ক পরিভাষা ও সাধারণে পরিচিত উলামা ও দীনী মাদ্‌রাসাসমূহে অধ্যাপনাকারী শিক্ষকদের প্রতি ধাবিত হয়। এরপর এর স্বাভাবিক পরিণাম এই যে, উপরে

www.BANGLAKITAB.com

উল্লেখিত হাদীসসমূহে, এভাবে এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য হাদীসসমূহে দীনী ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জন কিংবা ইল্‌মে দীনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর যে সব মর্যাদা ও প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, আর তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আগমনকারী যে সব অসাধারণ নি'আমতরাজির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে গুলোর প্রয়োগস্থল এই মাদ্‌রাসাগুলোরই শিক্ষা ধারাবাহিকতা-এর ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীকে মনে করা হয়। অথচ যেমন প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে, নবীযুগে, এরপর সাহাবা কিরাম বরং তাবিঈনের যুগেও এ জাতীয় কোন পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতা ছিল না। না মাদ্‌রাসা ও দারুল উলূম ছিল, না কিতাব পাঠকারী ও পাঠদানকারী ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর কোন শ্রেণী ছিল। বরং শুরুতে কিতাবের অস্তিত্ব ছিল না। কেবল সাহচর্য ও শ্রবণই পঠন-পাঠনের অবলম্বন ছিল। সাহাবা কিরাম (রা) (তাঁদের প্রথম শ্রেণীর আলিম ও ফকীহ্‌গণ যেমন- খুলাফায়ে রাশিদীন, মু'আয ইব্‌ন জাবল (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা), উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)) প্রমুখও যা কিছু অর্জন করেছিলেন কেবল সাহচর্য ও শ্রবণের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। এরপর সাহাবা কিরাম থেকে তাবিঈন, তাঁদের থেকে আলিম ও ফকীহ্‌গণ যে ইল্‌ম অর্জন করেছিলেন তা অনুরূপ সাহচর্য ও শ্রবণ মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে সেই সব ব্যক্তিত্ব এ হাদীসগুলোর সুসংবাদের প্রাথমিক প্রয়োগস্থল ছিলেন।

লিখক বলেন, আজও আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা কোন অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে যেমন, সাহচর্য ও শ্রবণের মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে দীন শিখতে ও শিক্ষা দিতে ব্যবস্থাপনা করেন, নিঃসন্দেহে তাঁরাও এ সব হাদীসের প্রয়োগস্থল। আর সন্দেহাতীতভাবে তাঁদের জন্যেও এ সব সুসংবাদ প্রযোজ্য। বরং ভাষাগত ও সাধারণে পরিচিত ছাত্র ও শিক্ষক মণ্ডলীর ওপর তাঁদের এক প্রকার মর্যাদা ও প্রধান্য অর্জিত। কারণ আমাদের বর্তমান মাদ্‌রাসা ও দারুল উলূম গুলোতে পাঠকারী ও পাঠদানকারী ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর সামনে এই ইল্‌ম অন্বেষণ ও শিক্ষার কতক পার্থিব লাভও থাকতে পারে। (এ হিসাবে কেবল আল্লাহ্ই জানেন আমাদের ভাইদের কি অবস্থা?) কিন্তু যে ব্যক্তি সংশোধন ও ওয়াজের মাহ্‌ফিলে অথবা কোন দীনী হালকায় নিজের সংশোধন ও দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে শরীক হয় অথবা দীন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী কোন জামাআতের সাথে এই উদ্দেশ্যে কিছু সময় কাটায়, স্পষ্টত সে এ থেকে কোন পার্থিক লাভের আশা করতে পারে না। এজন্য তার এ অনানুষ্ঠানিক 'ছাত্রত্ব' 'শিক্ষকত্ব' ধান্ধা ছাড়া কেবল আল্লাহ্‌র এবং আখিরাতের জন্যই হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ কাজের কদর ও মূল্যায়ন হয়ে থাকে, যা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হয়।

এ অক্ষম এ যুগেই আল্লাহ্‌র এরূপ বান্দা দেখেছে, তাদের মধ্যে এরূপ বহু লোকও পেয়েছে যাদের নিকট থেকে আমাদের মত ব্যক্তি (যাদেরকে দুনিয়াবাসী আলিম, ফাযিল মনে করে) প্রকৃত দীনের পাঠ নিতে পারে।

এখানে এ ব্যাখ্যা এজন্য আবশ্যক মনে করছি যে, আমাদের এ যুগে আলিম মু'আল্লিম ও তালিবে ইল্‌ম-এর প্রয়োগস্থল হিসাবে উপরে উল্লিখিত ভুল উপলব্ধি ব্যাপক। যদিও অজ্ঞাতসারে।

পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনী ইল্‌ম অর্জনকারীদের ঠিকানা জাহান্নাম, তারা জান্নাতের সুগন্ধি থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত

٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهٖ وَجْهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِه عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَـرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِـيٰمَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا ـــ (رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة)

৯. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ইল্‌ম দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয় (অর্থাৎ দীন, কিতাব ও সুন্নাতের ইল্‌ম) যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ লাভের জন্য এটা অর্জন করে তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি থেকেও বঞ্চিত থাকবে।

(আহ্‌মদ, আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ্)

١٠. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْـمَ لِغَيْرِ اللهِ وَاَرَادَ بِهٖ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ـــ (رواه الترمذى)

১০. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দীনী ইল্‌ম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং গাইরুল্লাহ্‌র জন্য (অর্থাৎ নিজের পার্থিব ও আত্মার উদ্দেশ্যে) অর্জন করে জাহান্নামে সে তার ঠিকানা নির্ধারণ করুক। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দীনের ইল্‌ম নবী (আ) গণের মাধ্যমে এবং সর্বশেষে সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ খাতিমুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর স্বীয় শেষ পবিত্র কিতাব কুরআন মজীদের মাধ্যমে এজন্য নাযিল করেছেন যে, এর আলোকে ও পথ প্রদর্শনে তাঁর বান্দাগণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে চলে তাঁর রহমতের ঘর-জান্নাতে পৌঁছে যাবে। এখন যে হতভাগা এই পবিত্র ইল্‌মকে আল্লাহ্ তা'আলার

www.BANGLAKITAB.com

সন্তুষ্টি ও রহমতের পরিবর্তে নিজের আত্মার প্রবৃত্তি পূর্ণ করা ও পার্থিব সম্পদ অর্জনের হেতু বানায় আর এজন্য তা অর্জন করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত এই পবিত্র ইল্‌মের ওপর বিরাট যুল্‌ম করে। এটা নিকৃষ্টতম গুনাহ্। এ সব হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে, এর শাস্তি হচ্ছে- জান্নাতের সুগন্ধি থেকে বঞ্চনা ও জাহান্নামের ভয়ানক আযাব। (আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন)

আমলহীন আলিম ও উস্তাদের দৃষ্টান্ত এবং আখিরাতে তাদের অবস্থা

١١. عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسٰى نَفْسَه كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْئُ النَّاسَ وَيُحَرِّقُ نَفْسَه ـ (رواه الطبرانى والضياء)

১১. হযরত জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে আলিম অন্য লোকজনকে নেকীর শিক্ষা দান করে আর নিজে ভুলে থাকে তার দৃষ্টান্ত সেই বাতির ন্যায়, যে বাতি লোকজনকে আলো পৌঁছায় আর নিজে জ্বলতে থাকে। (তাবারানী, আয্‌যিয়া)

١٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ـ (رواه الطيالسى فى مسنده وسعيد بن منصور فى سننه وابن عدى فى الكامل والبيهقى فى شعب الايمان)

১২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি সেই আলিমের হবে যাকে তার ইল্‌ম ফায়দা পৌঁছায়নি (অর্থাৎ সে তার কর্মজীবন ইল্‌মের অধীনে তৈরি করেনি)
(মুসনাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসি, সুনানে সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, কামিল ইব্‌ন 'আদী, শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ কতক গুনাহ্ এরূপ, মু'মিন কাফির নির্বিশেষে সবাই যাকে ভয়ানক শক্ত অপরাধ ও কঠিন শাস্তির অপরিহার্য বিষয় মনে করে থাকে। যেমন-ডাকাতি, অন্যায় হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ঘুষ, এতীম, বিধবা ও দুর্বলের ওপর অত্যাচার, তাদের অধিকার গ্রাসের ন্যায় যুল্‌ম জাতীয় গুনাহ্। কিন্তু অনেক গুনাহ্ এরূপ, যে গুলো সাধারণ মনুষ্যদৃষ্টি তেমন মারাত্মক ও ভয়াবহ মনে করে না। অথচ আল্লাহ্‌র নিকট এবং প্রকৃতপক্ষে সে গুলো ঐ কবীরা ও অশ্লীলতার ন্যায়ই অথবা সেগুলো থেকেও

অধিক শক্ত ও ভয়াবহ। শির্‌ক ও কুফ্‌র এরূপ গুনাহ্ই। আর দীনী ইল্‌ম (যা নবুওতের উত্তরাধীকার) দীনী উদ্দেশ্য ছাড়া পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা ও দুনিয়া অর্জনের অবলম্বন বানানো, এভাবে নিজের কর্ম জীবনকে এর অনুগত না করা এবং এর বিপরীত জীবন যাপন করা এটাও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকার গুনাহ্‌সমূহের মধ্যে সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির অত্যাচার হয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ্‌র পরিচয়হীন কাফিরও তা অনুভব করে থাকে। আর এটাকে অত্যাচার ও পাপ মনে করে। কিন্তু অন্য প্রকার গুনাহ্, আল্লাহ্ ও রাসূল এবং তাঁদের হিদায়াত, শরী'আত ও পবিত্র ইল্‌মের দাবি নষ্ট করা। এগুলো এক প্রকার যুল্‌ম। এর ভয়াবহতা সেই বান্দাগণই অনুভব করতে সক্ষম যাদের হৃদয় আল্লাহ্ ও রাসূল, দীন ও শরী'আত এবং ইল্‌মের মর্যাদার সাথে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে দীনী ইল্‌মকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের পুরস্কারের পরিবর্তে পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা ও তা দুনিয়া অর্জনের অবলম্বন বানানো, অনুরূপ ভাবে নিজে এর বিপরীত জীবন যাপন করা, শির্‌ক, কুফ্‌র ও নিফাকের অন্তর্ভুক্ত গুনাহ্। এজন্য এর শাস্তি তাই যা উপরিল্লিখিত হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতের সুগন্ধি থেকে বঞ্চিত থাকা ও জাহান্নামের শাস্তিতে পতিত হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা দীনী ইল্‌ম বহনকারীদের তাওফীক দিন যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ ও সতর্কতা সবর্দা তাদের দৃষ্টিতে থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

অধ্যায়

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা সম্পর্কিত

আল্লাহ্র কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাবলির পাবন্দী এবং বিদ্'আত থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ ও তাকীদ

এ জগত থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিদায় হওয়ার পর তাঁর আনীত আল্লাহ্র কিতাব কুরআন মজীদ ও সুন্নাত নামে পরিচিত তাঁর শিক্ষাবলি ইহজগতে হিদায়াতের কেন্দ্র ও উৎস। এগুলো যেন তাঁর পবিত্র সত্তার স্থলবর্তী। আর উম্মতের কল্যাণ ও সফলতা কুরআন ও সুন্নাতের সঠিক অনুসরণের সাথে সম্পৃক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মতকে বিভিন্ন শিরোনামে দিক নির্দেশ দিয়েছেন ও অবগত করেছেন এবং বিদ্'আত থেকে বেঁচে থাকার তাকীদ করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ বিদ্'আতকে নিজেদের দীন বানানোর কারণে গোমরাহ্ হয়েছিল। এ ধারাবাহিকতায় তাঁর কতক গুরুত্বপূর্ণবাণী নিম্নে লিপিবদ্ধ হচ্ছে-

١٣. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـــ (رواه مسلم)

১৩. হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ওয়াজের মধ্যে) বললেন, আম্মাবা'আদ ! সর্বাধিক উত্তম বিষয় ও সর্বাধিক উত্তম কথা আল্লাহ্র কিতাব। আর সর্বাধিক উত্তম পথ আল্লাহ্র রাসূল (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ। আর নিকৃষ্টতম কাজ হচ্ছে, যা দীনে (নব) উদ্ভাবন করা হয় এবং প্রত্যেকটি বিদ্'আত গোমরাহী।

(সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস সহীহ্ মুসলিমে জুমু'আর পরিচ্ছেদে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনার শব্দাবলি থেকে জানা যায়, হাদীসের

বর্ণনাকারী হযরত জাবির রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখ থেকে জুমু'আর খুতবায় এ কথা বার বার শুনেছিলেন।

তাঁর এ বাণী জাওয়ামিউল কালিম (অল্প শব্দ বেশী অর্থবোধক)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতি সংক্ষিপ্ত শব্দাবলিতে উম্মতকে সেই দিকনির্দেশনাবলি দেওয়া হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে ও সর্বপ্রকার গোমরাহী থেকে বাঁচাবার জন্যে যথেষ্ট। ই'তিকাদ, আমল, আখ্লাক ও আবেগ ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক হিদায়াত (উত্তম কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ) এর প্রয়োজন পড়ে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত এর পূর্ণ প্রতিভূ। এরপর গোমরাহীর এক দ্বার থেকে যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব বিষয়কে দীন স্থির করেননি সে গুলোকে দীনের রংগে রঙ্গীন করে দীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সফলতার অবলম্বন মনে করে তা আপন করে নেওয়া হয়।

দীনের দস্যু-শয়তানের সর্বাধিক বিপদসঙ্কুল ফাঁদ এটাই। পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে সে অধিক হারে এপথেই গোমরাহ্ করে ছিল। বিভিন্ন জাতির মুশ্রিকদের মধ্যে দেবতা পূজা, খ্রিস্টানদের মধ্যে ত্রিত্ববাদ ও হযরত ঈসা (আ)-এর পিতৃত্ব-পুত্রত্ব এবং কাফিরদের আকীদা আর আহ্বার ও রুহ্বানকে اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ (আল্লাহ্ ছেড়ে প্রভু) গ্রহণ করার গোমরাহী, সব এ পথেই এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি উদ্ভাসিত করা হয়েছিল যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যে সব গোমরাহী এসেছিল তা সবই তাঁর উম্মতের মধ্যে আসবে। আর এ পথেই আসবে, যে পথে পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এসেছিল। এজন্য তিনি স্বীয় ওয়াজ ও ভাষণসমূহে বার বার এ সংবাদ দিতেন যে, কেবল আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে। আর বিদ্'আত থেকে নিজের ও দীনের হিফাযত করা হবে। বিদ্'আত বাহ্য দৃষ্টিতে যতই উত্তম ও সুন্দর মনে করা হোক প্রকৃতপক্ষে তা কেবল গোমরাহী ও ধ্বংস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণী যা হযরত জাবির (রা)-এর কথায়, তিনি জুমু'আর খুতবায় বার বার বলতেন তার বার্তা এটাই। আর এতে এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com

বিদ্'আত কি?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ বাক্য كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক বিদ্'আত গোমরাহী) প্রথম সারির কতক আলিম ও হাদীসের ভাষ্যকার বিদ্'আতের মূল অভিধানিক অর্থ সামনে রেখে এটা বুঝেছেন ও লিখেছেন যে, প্রত্যেক সেই কাজ বিদ্'আত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না। আর কুরআন হাদীসেও এর উল্লেখ নেই। কিন্তু দীনের প্রেক্ষিতে তা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য এবং উম্মতের আলিম ও ফকীহ্গণের মধ্যে কেউই তা বিদ'আত ও নাজায়িয স্থির করেন নি। বরং দীনের আবশ্যকীয় খিদমত আর পুরস্কার ও পারিশ্রমিকের কারণ মনে করেছেন। যেমন, কুরআন মজীদে স্বরচিহ্ন দেওয়া, ফসল, ওসল ও বিরাম চিহ্ন দেওয়া, যেন সাধারণও কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করতে সক্ষম হয়। এভাবে হাদীস ও ফিক্হর সংকলন এবং কিতাবসমূহ রচনা, প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ভাষায় দীনী বিষয়াবলির ওপর পুস্তক রচনা, সেগুলো প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা এবং দীনী শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি ইত্যাদি এসব বিষয় সম্পষ্টত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যুগে ছিল না। আর কুরআন ও হাদীসেও এসবের উল্লেখ নেই। তাই বিদ্'আতের উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিদ্'আত হওয়া চাই। এভাবে যাবতীয় নতুন উদ্ভাবন- রেল, বাস, উড়োজাহাজ, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদির ব্যবহারও এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিদ্'আত ও নাজায়িয হওয়া চাই। অথচ এ কথা সম্পূর্ণ ভুল।

এই জটিলতা নিরসনের জন্য উলামা ও হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেন, বিদ'আত দুই প্রকার- সেই বিদ্'আত যা কুরআন -সুন্নাহ্ ও শরী'আতের নীতি মালার পরিপন্থী। সেটা বিদ্'আতে 'সায়্যিয়া'। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ সম্বন্ধেই বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ্'আতে সায়্যিয়াই গোমরাহী। আর অন্য প্রকার বিদ্'আত এই, যা কুরআন সুন্নাত ও শরীআতের নীতিমালার পরিপন্থী নয়, বরং অনুকূলে। তা বিদ্'আতে 'হাসানা'। আর নিজের প্রকার হিসাবে বিদ্'আতে হাসানা কখনো ওয়াজিব, কখনো মুস্তাহাব, আর কখনো মুবাহ্ ও জায়িয। সুতরাং কুরআন মজীদে স্বরচিহ্ন, ফসল ও ওসল ইত্যাদি আলামত প্রদান, এবং হাদীস ও ফিকহ্র সংকলন, এবং প্রয়োজনের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষায় দীনী বিষয়াবলির ওপর গ্রন্থাবলি রচনা ও প্রচার, মাদ্রাসা স্থাপন ইত্যাদি সব বিদ্'আতে হাসানার অন্তর্গত। এভাবে নতুন আবিষ্কৃত জিনিসের ব্যবহারও বিদ্'আতে হাসানার অন্তর্গত। নাজায়িয নয় বরং জায়িয ও মুবাহ্।

কিন্তু তত্ত্ববিদ আলিমগণ বিদ্'আতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা এবং উত্তম ও মন্দ হিসাবে এর বিভক্তি মতবাদের সাথে ঐকমত্য নন। তাঁরা বলেন, ঈমান, কুফ্র এবং সালাত ও যাকাত ইত্যাদির ন্যায় বিদ'আত এক বিশেষ দীনী পরিভাষা। আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য সেই কাজ যা দীনী রং দিয়ে দীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর যদি তা কোন কাজজাতীয় হয় তবে দীনী আমল হিসাবে তা করা হয়। আর ইবাদত ইত্যাদি দীনী বিষয়ের ন্যায় এটাকে আখিরাতের সাওয়াব ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ওসীলা মনে করা হয়। শরী'আতে এর কোন দলীল নেই। না কিতাব ও সুন্নাতের দলীল, না কিয়াস এবং ইজ্তিহাদ ও ইসতিহ্সান, যা শরী'আতে গ্রহণযোগ্য।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিদ্'আতের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই আবিষ্কৃত জিনিসের ব্যবহার এবং সেই নতুন বিষয় যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না এবং যাকে দীনী কাজ মনে করা হত না তা বিদ্'আতের গণ্ডির মধ্যেই পড়বে না। যেমন- রেল, বাস, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমণ করা। এ জাতীয় অন্যান্য নতুন জিনিসের ব্যবহার। এভাবে এ যুগে দীনী উদ্দেশ্য অর্জন ও পূর্ণতা এবং দীনী আহ্কাম পালনের জন্য যে সব নতুন অবলম্বনের ব্যবহার প্রয়োজন তাও এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিদ্'আতের গণ্ডিতে পড়বে না। যেমন-কুরআন মজীদে স্বরচিহ্ন ইত্যাদি লাগানো, যাতে সর্ব সাধারণও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করতে পারে। আর হাদীসের কিতাবসমূহ লিখা ও এর ভাষ্য লিখা, ফিকহ্র সংকলন এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রয়োজনানুসারে দীনী বিষয়াবলির ওপর কিতাব প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থাপনা, দীনী মাদ্রাসা ও কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সব বিষয়ও বিদ্'আতের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এর গণ্ডির মধ্যে আসবে না। কেননা, যদিও এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না কিন্তু যখন গুরুত্বপূর্ণ দীনী উদ্দেশ্য অর্জন ও পূর্ণতায় এবং দীনী আহ্কাম পালনের জন্য এটা অপরিহার্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তখন এটা শরী'আতের উদ্দেশ্য ও আদিষ্ট হয়ে গেছে। যে ভাবে, অজু করা শরী'আতের নির্দেশ। কিন্তু যখন এজন্যে পানি অন্বেষণ করা কিংবা কূয়া থেকে বের করা প্রয়োজন পড়ে, তখন তাও শরী'আতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হবে।

দীনী ও শরী'আতের স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, কোন ফরয, ওয়াজিব পূর্ণ করার জন্য যা কিছু আবশ্যক ও অপরিহার্য তাও ওয়াজিব। সুতরাং উপরে বর্ণিত এ জাতীয় সব বিষয় বিদ্'আতের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এর গণ্ডির মধ্যেই আসে না বরং এসব শরী'আতী উদ্দেশ্য ওয়াজিব।

www.BANGLAKITAB.com

বিদ্'আতের এ ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞাই সঠিক। আর এ ভিত্তিতে প্রত্যেক বিদ্'আত গোমরাহী। যে ভাবে ব্যাখ্যাধীন হাদীসে বলা হয়েছে, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী। এই বিষয়ের ওপর হিজরী নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলিম তত্ত্ববিদ ইমাম আবূ ইস্হাক ইব্রাহীম শাতিবী (রহ) স্বীয় কিতাব আল ই'তিসামে খুবই ইল্মী ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। বিদ্'আতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা ভাল ও মন্দ হিসাবে বিভক্তি মতবাদকে বলিষ্ঠ দলীল দ্বারা বাতিল করেছেন। তাঁর বিরাট কিতাবের আলোচ্য বিষয় এটাই।

আমাদের এদেশীয় সর্বাধিক বড় ওলী ও সংস্কারক ইমাম রব্বাণী হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ)ও স্বীয় বহু পত্রাবলিতে এ বিষয়ে আলোচনা রেখেছেন। আর বলিষ্ঠভাবে এ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, যে সব আলিম বিদ্'আতকে দু'ভাগে- হাসানা ও সায়্যিয়া বিভক্ত করেছেন, তাদের থেকে বিরাট ইল্মী ভুল হয়েছে। বিদ্'আতে হাসানা বলে কোন জিনিস নেই। বিদ্'আত সর্বদা মন্দ ও গোমরাহীই হয়ে থাকে। যদি কারো কোন বিদ'আত নূরাণী অনুভূত হয়, তবে এটা তার অনুভূতি ও উপলব্ধিগত ভুল। বিদ্'আত কেবল অন্ধকার হয়ে থাকে। সহীহ্ মুসলিমের শরাহ্ ফাত্হুল মুলহিমে হযরত মাওলানা শিব্বির আহ্মদ উসমানী (রহ)ও এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর এ ভাষ্যগ্রন্থ আলিমদের জন্য পাঠকরা কল্যাণ কর।

١٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ — (رواه البخارى ومسلم)

১৪. হযরত 'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে এরূপ বিষয় প্রবর্তন করে যা তাতে নেই তবে তা বাতিল। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিদ্'আত ও নব আবিষ্কৃত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী মৌলিক গুরুত্ব রাখে। এতে দীনের নামে নব আবিষ্কৃত ও নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলোকে, আমলের দিক থেকে হোক কিংবা আকাইদের দিক থেকে হোক, বাতিল ও পরিত্যাগযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে গুলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাওয়াবের ওসীলা মনে করে পালন করা হয়। অথচ বাস্তবে তা এরূপ নয়। না আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে, কিংবা ইঙ্গিতে এর নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে, না শরী'আতী ইজ্তিহাদ ও ইসতিহ্সান এবং শরী'আতের নীতিমালার ওপর এর ভিত্তি। হাদীসের শব্দ "فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا" এবং مَالَيْسَ مِنْهُ এর ফায়দা ও উদ্দেশ্য এটাই।

সুতরাং জগতের সেই সব আবিষ্কার ও সেই সব নতুন জিনিস, যে গুলোকে দীনী কাজ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ওসীলা এবং আখিরাতের সাওয়াব মনে করা হয় না, সে গুলোর সাথে আলোচ্য হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। আর শরী'আতের পরিভাষায় সে গুলোকে বিদ্'আত বলা হয় না। যেমন নতুন নতুন খাবার, নতুন কাটিং-এর পোশাক, নতুন ডিজাইনের ঘরবাড়ি এবং ভ্রমণের উন্নত নতুন বাহন ব্যবহার করা। এভাবে বিয়ে ইত্যাদি সংযোগ ধারাবাহিকতার সেই সব মন্দ প্রথা এবং ক্রীড়া-কৌতুক ও ভ্রমণের সেই প্রোগ্রাম যাকে কেউই দীনী কাজ মনে করে না, এগুলোর সাথেও আলোচ্য হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। তবে যে সব প্রথাকে দীনী বিষয় মনে করা হয়, আর তা দ্বারা আখিরাতে সাওয়াবের আশা করা হয়, তাই আলোচ্য হাদীসের প্রয়োগস্থল। তা বাতিলযোগ্য ও বিদ্'আত। মৃত্যু ও শোক বিষয়ক অধিকাংশ রসূম এর অন্তর্গত। যেমন, তিজাহ্ (মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুরআন খানী) দশা, বিশা, চল্লিশা, বার্ষিকী, প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে মৃতদের ফাতিহা, বড়পীর সাহেবের এগার শরীফ, বার শরীফ, বুযুর্গদের কবরসমূহে চাদর, ফুল ইত্যাদি দেওয়া আর উরুসের মেলা এসবকে দীনী কাজ মনে করা হয় এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশা পোষণ করা হয়। এ জন্য এ গুলো হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীস مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ এর প্রয়োগস্থল। বিদ্'আত হিসাবে পরিত্যাক্ত।

এরপর এই কর্মগত বিদ্'আত থেকে আকীদাগত বিদ্'আত অধিক ধ্বংসকারক। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহ্র ওলীগণকে আলিমুল গায়ব ও হাযির নাযির মনে করা। এই আকীদা রাখা যে, তাঁরা দূর-দূরান্ত হতে আহ্বানকারীদের আহ্বান ও অভিযোগ শুনেন। তাঁরা তাদের সাহায্য ও প্রয়োজন পূর্ণ করেন, এই আকীদা বিদ'আত হওয়ার সাথে শির্কও। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা ও তাঁর পবিত্র কিতাবের ঘোষণা হচ্ছে, এই অপরাধের অপরাধী আল্লাহ্র ক্ষমা ও পুরস্কার হতে নিশ্চিত বঞ্চিত। চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে-

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

www.BANGLAKITAB.com

١٥. عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ كَاَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ (رواه احمد وابو داؤد والترمذى وابن ماجه الاَّ اَنَّهُمَالَمْ يَذْكُرِ الصَّلٰوةَ)

১৫. হযরত ইরবায ইব্ন সারীয়া (রা) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (ভোরের নামায) পড়ালেন। এরপর আমাদের প্রতি ফিরে ওয়াজ করলেন, যা এত বলিষ্ঠ ছিল যে, শ্রোতাদের চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হতে লাগল। ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠলো। জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা এমন ওয়াজ যেন বিদায়ী (আখিরী ওয়াজ)। (সুতরাং যদি বিষয় তাই হয়) তবে এরপর আপনি আমাদেরকে আবশ্যকীয় বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক আর তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক, নির্দেশদাতা (খলীফা কিংবা শাসক)-এর নির্দেশ শুন এবং পালন কর যদিও সে কোন হাব্শী দাসই হোক। এজন্য যে, আমার পর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে বিরাট মতভেদ দেখতে পাবে, তখন (এরূপ অবস্থায়) তোমরা নিজেদের জন্য আমার তরীকার অনুসরণ আবশ্যক করে নেবে। এবং আমার সঠিক পথের পথ প্রদর্শনকারী খলীফাগণের তরীকার অনুসরণ ও পাবন্দীকে শক্তভাবে ধরা ও দাঁত দ্বারা আঁকড়ে থাকা। আর (দীনে) নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে নিজেকে পৃথক রাখা। কেননা, দীনে উদ্ভাবিত প্রতিটি বিষয় বিদ্'আত। আর প্রতিটি বিদ্'আত গোমরাহী।

(মুসনাদে আহ্মদ, সুনানে আবূ দাঊদ, জামি' তিরমিযী, সুনানে ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এ কথা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য হাদীস কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়। বিষয় বস্তু থেকে অনুমিত হয় যে, এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ জীবনের। নামাযের পর তিনি ওয়ায করলেন, ওয়াযের অস্বাভাবিক ধরণ থেকে এবং এতে তিনি যে সব দিকদর্শন ও সংবাদ দিয়েছেন, তা থেকে সাহাবা কিরাম অনুমান করলেন যে, সম্ভবত তাঁর ওপর উন্মুক্ত হয়েছে যে, এ দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের সময় নিকটবর্তী। এ হিসাবে তাঁকে নিবেদন করলেন, আপনি আমাদেরকে পরবর্তীকালের জন্য উপদেশ প্রদান করুন। তিনি এ আবেদন মঞ্জুর করে সর্ব প্রথম তাক্ওয়ার উপদেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় করার ও নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ প্রদান করেন।

সর্বাবস্থায় খলীফা ও শাসকদের নির্দেশ পালন ও আনুগত্য করা হবে। যদিও সে কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক হোক। দীনে তাক্ওয়ার গুরুত্ব তো সুস্পষ্ট। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা এর উপর সীমাবদ্ধ। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, জগতে জাতির সামষ্টিক পদ্ধতি সঠিক ও মজবুত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রয়োজন খলীফা ও শাসকের আনুগত্য করা। যদি এরূপ করা না হয় তবে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি সৃষ্টি হবে, নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের উপক্রম হবে। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন স্থানে বারবার বিশদভাবে এটা বলেছেন যে, যদি শাসক ও খলীফা এবং উঁচু পর্যায়ের লোক এমন কোন কাজের নির্দেশ দেন, যা আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের পরিপন্থী তখন তার আনুগত্য করা যাবে না। لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ তাক্ওয়া ও নির্দেশদাতার আনুগত্যের দিকনির্দেশ ও উপদেশের পর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার পর জীবিত থাকবে সে উম্মতের মধ্যে বিরাট মতভেদ দেখতে পাবে। তখন মুক্তির পথ এটাই যে, আমার তরীকা ও আমার সঠিক পথের দিশারী খলীফাগণের তরীকাকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা, কেবল তারই অনুসরণ করা হবে। আর দীনে সৃষ্ট নতুন নতুন বিষয় ও বিদ্'আতসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, প্রত্যেক বিদ্'আত গোমরাহী এবং কেবলই গোমরাহী।

আলোচ্য হাদীস শরীফ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিয়া সমূহের মধ্যে গণ্য। যখন তাঁর জীবিতকালে উম্মতের মধ্যে কেউই মতভেদ ও বিভক্তির কল্পনা করতে পারতেন না, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে সব লোক আমার পর জীবিত থাকবে তারা বিরাট বিরাট মতভেদ দেখতে পাবে, তা-ই বাস্তবরূপ লাভ করেছে। তাঁর সেই সব সাথী ও প্রিয়জন তাঁর ইন্তিকালের পর পঁচিশ-ত্রিশ বছরও জীবিত রয়েছেন তাঁরা উম্মতের এসব মতভেদ দর্শন করেছিলেন। এরপর মতভেদসমূহ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। আজ যখন চৌদ্দ'শ হিজরী শেষ ও পনের'শ সাল শুরু হয়ে চলছে। (বর্তমানে ১৪২৬ হিজরী- অনুবাদক) উম্মতের মতভেদ সমূহের যে অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করছি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে হক

www.BANGLAKITAB.com

ও হিদায়াতে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দিন।

আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাবলির নিয়মানুবর্তীতা

١٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَــلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَاجِئْتُ بِهِ ـــ (رواه فى شرح السنة وقال النــووى فى اربعينه هذا حديث صحيح رويناه فى كتاب الحجة باسناد صحيح مشكوة المصابيح)

১৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত হিদায়াত ও শিক্ষার অনুগত না হয়। (এই হাদীস ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ্ বাগাবী (রহ) শরহে সুন্নাহ্ কিতাবে বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম নববী (রহ) স্বীয় কিতাব 'আরবাঈনে' লিখেছেন, সনদের দিক থেকে এ হাদীস বিশুদ্ধ। আমি এটা কিতাবুল হুজ্জাতে সহীহ্ সনদসমূহে বর্ণনা করেছি।–মিশ্কাতুল মসাবীহ্)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বার্তা ও দাবি হচ্ছে, প্রকৃত মু'মিন সেই ব্যক্তি যার অন্তর, মস্তিষ্ক, প্রবৃত্তি ও প্রবণতাসমূহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত হিদায়াত ও শিক্ষা (কিতাব ও সুন্নাত)-এর অনুগত হয়ে যাবে। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল মেনে নেওয়ার অপরিহার্য ও যৌক্তিক চাহিদা। যদি কারো এরূপ অবস্থা না হয় তবে বুঝতে হবে তখন পর্যন্ত তার সত্যিকার সৌভাগ্য হয়নি, সে নিজেকে এই চিন্তা ও এই মানদণ্ডের ওপর স্থাপন করবে।

١٧. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْتَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَـــابُ اللهِ وَسُـــنَّةُ رَسُــوْلِهِ ـ (رواه المؤطا)

১৭. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ) থেকে ইরসাল রূপে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমি দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টিকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে কখনো গোমরাহ্ হবে না (তা এই) আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। (মু'আত্তা ইমাম মালিক)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের দাবি হচ্ছে, আমার পর আমার আনীত আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত আমার স্থলবর্তী হবে। উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়টিকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে, গোমরাহী থেকে নিরাপদ এবং হিদায়াতের পথে দৃঢ় থাকবে।

এ ধারাবাহিকতায় মা'আরিফুল হাদীসে এ কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন তাবিঈ কিংবা তাবে-তাবিঈ তাঁর পূর্ববর্তী রাবীর নামোল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন হাদীস বর্ণনা করাকে মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় 'ইরসাল' বলা হয়। আর এরূপ হাদীসকে 'মুরসাল' বলে।

আলোচ্য হাদীস ইমাম মালিক (রহ) স্বীয় কিতাব মুআত্তায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বয়ং তাবে-তাবিঈনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কোন সাহাবীকে পাননি। হ্যাঁ, তাবিঈনকে পেয়েছেন এবং তাঁদেরই মাধ্যমে তাঁর নিকট হাদীসসমূহ পৌঁছেছে। মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীদের উল্লেখ না করে আলোচ্য হাদীস তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তখনই এরূপ করেন, যখন তাঁদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা হিসেবে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। তবে হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এ বিষয়ই প্রায় একই শব্দাবলিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পূর্ণ সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। কানযুল উম্মালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় বায়হিকির সুনানের বরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে–

يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَـــابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ ـــ

হে লোক সকল! আমি সেই (হিদায়াতের সামগ্রী) ছেড়ে যাব, এর সাথে যদি তোমরা সম্পৃক্ত থাক তবে কখনো গোমরাহ্ হবে না। তা হল-আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।[১]

বস্তুত হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় হাকিমের মুস্তাদরাকের বরাতে এ বিষয়ক কানযুল উম্মালে প্রায় অনুরূপ শব্দাবলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

আল্লাহ্র কিতাবের ন্যায় 'সুন্নাতও' অবশ্য অনুসরণযোগ্য

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, খাওয়া দাওয়া করে উদরভর্তি চিন্তাহীন ফিত্নাকারী কিছু লোক এক সময় উম্মতের মধ্যে এ গোমরাহী চিন্তাধারা প্রসারের চেষ্টা করবে যে, দীনী দলীল ও অবশ্য অনুসরণীয় কেবল আল্লাহ্র কিতাব। এছাড়া কোন জিনিস এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন শিক্ষা ও হিদায়াতও অবশ্য অনুসরণীয় নয়। এই ফিত্না সম্বন্ধে তিনি উম্মতকে সুস্পষ্ট সংবাদ ও হিদায়াত দান করেছেন।

---

১. কানযুল উম্মাল খণ্ড ১ম পৃষ্ঠা-১৮৭।
২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৭৩।

www.BANGLAKITAB.com

١٨. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اِنِّىْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَه مَعَه اَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلٰى اَرِيْكَتِه يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَاِنَّ مَاحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ — (رواه ابوداؤد والدارمى وابن ماجه)

১৮. হযরত নিকদাম ইব্ন মা'দিকারিবা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সাবধান! শুনে রেখ, আমাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (হিদায়াতের জন্য) কুরআন দেওয়া হয়েছে। আর এর সাথে এর ন্যায় আরো। সাবধান! অতিসত্তর কতক উদরপূর্তি লোক (পয়দা) হবে; যারা নিজেদের জাঁকজমক আসন (অথবা পালং-এর ওপর আরাম করে) লোকজনকে বলবে-ব্যস, এ কুরআনকেই গ্রহণ কর, এতে যা হালাল করা হয়েছে তা হালাল মনে কর। আর যা হারাম করা হয়েছে তা হারাম মনে কর। (অর্থাৎ হালাল ও হারাম কেবল তা-ই যা কুরআনে হালাল বা হারাম বলা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু নেই।) সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গোমরাহী চিন্তাধারা বাতিলপূর্বক বলেন, আর বিষয় হচ্ছে, যে সব জিনিস আল্লাহ্র রাসূল হারাম করেছেন, সেগুলোও এসব জিনিসের ন্যায় হারাম যে গুলো আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে হারাম করেছেন।
(সুনানে আবূ দাঊদ, মুসনাদে দারিমী, ইবন্ মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে এ কথা বুঝা চাই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট যে ওহী আসত তার দু'টি পদ্ধতি ছিল। ১. নির্দিষ্ট শব্দাবলি ও রচনার আকৃতিতে। এটাকে 'ওহী মাতলু' বলা হয়। (অর্থাৎ সেই ওহী যা তিলাওয়াত করা হয়) এটা কুরআন মজীদের অবস্থা। ২. সেই ওহী যা তাঁর প্রতি বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ইল্‌কা ও ইল্‌হাম হত। তিনি সেগুলো তাঁর ভাষায় বলতেন, কিংবা কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। এটাকে 'ওহী গায়রে মাতলূ' বলে। (অর্থাৎ যে ওহী তিলাওয়াত করা হয় না) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাধারণ দীনী দিকনির্দেশ ও বাণীসমূহের গুরুত্ব এটাই। বস্তুত এর ভিত্তি তো আল্লাহ্র ওহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এটা কুরআনের ন্যায়ই অপরিহার্য অনুসরণীয়।

যেমন-উপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এ বিষয় প্রতিভাত করে ছিলেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে এরূপ লোক জন্ম লাভ করবে, যারা এ কথা বলে লোকজনকে গোমরাহ্ ও ইসলামী শরী'আতকে অকেজো করবে যে, দীনের আহ্কাম কেবল তাই যা কুরআনে রয়েছে। আর যা কুরআনে নেই তা দীনী হুকুমই নয়। আলোচ্য হাদীসে রাসূল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে এ ফিত্না থেকে সাবধান করেছেন। বলেছেন, হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে। এতদসাথে এ ছাড়াও ওহী গায়রে মাতলূর মাধ্যমে আহ্কাম দেওয়া হয়েছে। আর তা কুরআনের ন্যায়ই অপরিহার্য অনুসরণীয়।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, যে সব লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসসমূহকে দীনের দলীল হতে অস্বীকার করে, তারা ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ শিকল থেকে স্বাধীন হতে চায়। কুরআন মজীদের ব্যাপার হচ্ছে, তাতে মৌলিক শিক্ষা ও আহ্কাম রয়েছে। এর জন্য সেই প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যে গুলো ছাড়া এ আহ্কামের ওপর আমলই করা যেতে পারে না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কার্য কিংবা বাণী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ থেকেই জানা যায়। যেমন কুরআন মজীদে নামাযের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু নামায কিভাবে আদায় করা হবে? কোন্ কোন্ সময়ে আদায় করা হবে? এবং কোন্ ওয়াক্তে কত রাকাআত নামায আদায় করা হবে? এটা কুরআনের কোথাও নেই। হাদীসসমূহ থেকেই এসব বিস্তারিত জানা যায়।

এভাবে কুরআন মজীদে যাকাতের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এটা বলা হয়নি কোন্ হিসাবে যাকাত বের করা হবে। সারা জীবনে একবার দেওয়া হবে অথবা প্রতি বছর, কিংবা প্রতি মাসে দেওয়া হবে? এভাবে কুরআনের অধিকাংশ আহ্কামের অবস্থা এরূপই। বস্তুত দলীল হওয়ার ব্যাপারে হাদীস অস্বীকারের পরিণতি হচ্ছে গোটা দীনী শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করা। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মতকে বিশেষভাবে সাবধান করেছেন। এ হিসাবে আলোচ্য হাদীস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা বিশেষ। উম্মতের মধ্যে সেই ফিত্না সৃষ্টি হবে বলে (হাদীস অস্বীকার)-এর সংবাদ দিয়েছেন, যা তাঁর যুগে এবং সাহাবা ও তাবিঈনের যুগে বরং তাবে তাবিঈনের যুগসমূহেও কল্পনা করা যেত না।

١٩. عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِه يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِه اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ مَاوَجَدْنَاهُ فِىْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ — (رواه احمد وابو داؤد والترمذى وابن ماجة والبيهقى فى دلائل النبوة)

১৯. হযরত আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না পাই (অর্থাৎ তার এই অবস্থা) যে, সে তার মর্যাদাবান আসনে ঠ্যাস দিয়ে (অহংকারী চালে) বসবে। আর তার নিকট

www.BANGLAKITAB.com

আমার কোন কথা পৌঁছবে যাতে আমি কোন কাজ করার বা না করার নির্দেশ দিয়েছি তখন সে বলে, আমি জানি না। আমি তো কেবল সেই হুকুম পালন করব যা আমি কুরআনে পাব।

(মুসনাদে আহ্‌মদ, সুনানে আবূ দাউদ, জামি' তিরমিযী, ইবন মাজাহ্, দালাইলুন নুবুওয়াত বায়হিকী)।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের বার্তাও তাই যা হযরত মিকদাম ইব্‌ন মা'দিকারিবা (রা)-এর উল্লিখিত হাদীসের বার্তা। উভয় হাদীসের শব্দাবলি ও ভাষ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই গোমরাহীর (হাদীস অস্বীকারের) মূল নেতা এরূপ লোক হবে যাদের নিকট দুনিয়ার উপকরণের প্রাচুর্য হবে। আর তাদের অহংকার ভঙ্গি হবে, যা এ কথার চিহ্ন হবে যে, দুনিয়ার সুখ তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে গাফিল ও আখিরাত থেকে চিন্তাহীন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি ফিত্‌না ও গোমরাহী থেকে হিফাযত করুন।

উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম পদ্ধতিই আদর্শ নমুনা।

٢٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلْثَةُ رَهْطٍ اِلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّي اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ الْاخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ الاخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ اَمَا وَاللهِ اِنِّيْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ —(رواه البخارى ومسلم)

২০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, (সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে) তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণের নিকট এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। (অর্থাৎ তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের ব্যাপারে) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অভ্যাস কিরূপ? যখন তাঁদেরকে তা বলা হল, তখন (অনুভূত হল যে) যেন তারা তা খুব কম মনে করলেন। আর পরস্পর বলাবলি করলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমাদের কি তুলনা? আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর পূর্বাপর সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।[১] (আর কুরআন মজীদে সংবাদ ও দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর অধিক ইবাদত ও সাধনার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ আমরা গুনাহ্‌গারদের প্রয়োজন আছে, যথাসম্ভব অধিক ইবাদত করব) সুতরাং একজন বললেন, এখন তো আমি সারারাত নামায আদায় করতে থাকব। অপরজন বললেন, আমি সর্বদা বিরতিহীনভাবে দিনে রোযা রাখব। আর একজন বললেন, আমি শপথ করছি-সর্বদা স্ত্রীলোক থেকে সম্পর্কহীন ও দূরত্বে থাকব, কখনো বিয়ে করব না। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল) তখন তিনি এই তিন ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, তোমরা এই কথা বলেছ ? (আর নিজেদের ব্যাপারে এই এই ফায়সালা করেছ?) শুন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের থেকে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি। আর তাঁর নাফরমানী ও অসন্তুষ্টির বিষয়ে তোমাদের থেকে অধিক বেঁচে থাকি। কিন্তু (এতদসত্ত্বে) আমার অবস্থা হচ্ছে- সর্বদা রোযা রাখি না, বরং রোযাও রাখি আর রোযা ছেড়েও দেই। (আর সারারাত নামায আদায় করি না) বরং নামাযও আদায় করি আর নিদ্রাও যাই। (আর আমি কৌমার্য জীবনও গ্রহণ করি নি) আমি নারীদের বিয়ে করি আর তাদের সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করি (এটা আমার তরীকা) এখন যে কেউ আমার এ তরীকা থেকে সরে চলে সে আমার নয়।

(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে যে তিন সাহাবীর কথা উল্লিখিত হয়েছে, স্পষ্টত তাঁদের এ ভুল উপলব্ধি ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আখিরাতে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের পথ এই যে, মানুষ দুনিয়া ও এর স্বাদ থেকে সম্পূর্ণ দূরত্ব গ্রহণ করে কেবল ইবাদতে লেগে থাকবে। নিজেদের এই ভুল উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁরা মনে করতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থানও তাই হবে। কিন্তু যখন পবিত্র স্ত্রীগণ থেকে ইবাদত (নামায, রোযা ইত্যাদি)-এর ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অভ্যাস তাঁরা অবগত হলেন, তখন তাঁরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তা খুবই কম মনে করলেন। কিন্তু আকীদা ও আদব হিসাবে তার ব্যাখ্যা এটা করা হয়েছে যে, তাঁর জন্য তো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতে উঁচু মর্যাদার ফায়সালা প্রথমে হয়ে গেছে। এজন্য তাঁকে ইবাদতে অধিক ব্যস্ত থাকার প্রয়োজন নেই। আমাদের বিষয় হচ্ছে ভিন্ন। এটা (ইবাদত) আমাদের প্রয়োজন। আর এ ভিত্তিতে তারা নিজেদের জন্য সেই ফায়সালা করেন, যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তাদের ভুল উপলব্ধির সংশোধন ও সতর্ক করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র অধিক ভয় ও আখিরাতের চিন্তা তোমাদের চেয়ে আমার

১. কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন, لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। (৪৮ঃ২) -অনুবাদক।

www.BANGLAKITAB.com

অধিক রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমার অবস্থা হচ্ছে, আমি রাতে নামাযও পড়ি নিদ্রাও যাই। দিনগুলোতে রোযাও রাখি, রোযা ছাড়াও থাকি। আর আমার স্ত্রীগণ রয়েছেন এবং তাদের সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করি। এটাই জীবনের সেই তরীকা যা আমি নবী ও রাসূল হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নিয়ে এসেছি। এখন যে কেউ এই তরীকা হতে সরে চলে আর এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার নয়।

কেবল ইবাদত এবং যিক্‌র ও তাসবীহ্‌তে ব্যস্ত থাকা ফেরেশতাদের কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এরূপই সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের আত্মার প্রবৃত্তি নেই। তাদের যিক্‌র ও ইবাদত প্রায় এরূপই যেমন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আগমন নির্গমন। কিন্তু আমরা আদম সন্তানকে পানাহারের ন্যায় বহু প্রয়োজন ও আত্মার বিভিন্ন চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর নবী (আ) গণের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করব। তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা ও আহ্‌কাম যথা নিয়মে পালন করে নিজেদের পার্থিব প্রয়োজনাবলি ও আত্মিক চাহিদাসমূহ পূর্ণ করব। পারস্পারিক অধিকারসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করব। এটা বড় কঠিন পরীক্ষা। নবী (আ) গণের তরীকা এটাই। এতেই রয়েছে পূর্ণতা। এজন্য তাঁরা ফেরেশতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ।

মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা-খাতিমুন্নাবিয়্যিন সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তম আদর্শ। বস্তুত হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বেশি ইবাদত কোন ভুল বিষয়। বরং এর দাবি ও বার্তা হচ্ছে, এই তিন ব্যক্তি যে ভিত্তিতে নিজেদের ব্যাপারে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রান্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকার পরিপন্থী। সম্ভবত তাঁরা এটাও বুঝেননি যে, রাত সমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরাম করা এবং সর্বদা রোযা না রাখা ও দাম্পত্য জীবন গ্রহণ করা, এভাবে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হওয়া নিজের কর্ম পদ্ধতিতে উম্মতের জন্য শিক্ষা ছিল। আর এটা নবুওতী কর্মের অংশ ছিল এবং নিঃসন্দেহে তাঁর জন্য এটা নফল ইবাদত থেকে উত্তম ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি কখনো কখনো এত ইবাদত করতেন, পা মুবারক ফুলে যেত। আর যখন তাঁকে নিবেদন করা হত, এত ইবাদতের আপনার কি প্রয়োজন? তিনি বলতেন, اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا (আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?) এভাবে কখনো কখনো তিনি ধারাবাহিক কয়েক দিন ইফ্‌তার ও সাহ্‌রী ছাড়া রোযা রাখতেন। যাকে 'সাওমে বিসাল' বলা হয়। বস্তুত হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস বা এ বিষয়ক অন্যান্য হাদীস থেকে এ ফলাফল বের করা সঠিক হবে না যে, ইবাদতের আধিক্য কোন অপসন্দনীয় বিষয়। হ্যাঁ, সন্যাসবাদ ও এ জাতীয় চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে অপসন্দনীয় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকা ও শিক্ষার পরিপন্থী।

এ যুগে মুক্তির একমাত্র পথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য

٢١. عَنْ جَابِرٍ رضـــ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْـــهُ اَتٰــى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ هٰذِهٖ نُسْــخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَسَكَتَ ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَــيَّرُ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَابِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ اِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْبَـــدَا لَكُـمْ مُوْسٰـــى فَـــاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِـــيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِــىْ ـــ (رواه الدارمى)

২১. হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, (একদিন) হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাওরাতের এক কপি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমীপে হাযির হলেন। তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা তাওরাতের এক কপি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চুপ রইলেন। (যবান মুবারক দ্বারা কিছু বললেন না) হযরত উমর (রা) তা পড়া (এবং হুযূরকে শুনানো) শুরু করলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র চেহেরা পরিবর্তীত হতে লাগলো। (হযরত উমর (রা) পড়তে থাকেন, হুযূরের চেহারা মুবারকের পরিবর্তন লক্ষ্য করেননি) হযরত আবূ বকর (রা) (যিনি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন. হযরত উমর (রা) কে শাসালেন এবং) বললেন- ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ (তোমার মরণ হোক) দেখছ না, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা মুবারক ! তখন হযরত উমর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা মুবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তৎক্ষণাৎ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই।) আমি (মনে প্রাণে) সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌কে নিজের রব মেনে, আর ইসলামকে নিজের দীন বানিয়ে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসূল মেনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি (আল্লাহ্‌র নবী) মূসা (এ জগতে) তোমাদের সামনে আসেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ কর, তবে সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহ্ হয়ে যাবে। আর (শোন)

www.BANGLAKITAB.com

যদি (আল্লাহ্‌র নবী) মূসা যিন্দা থাকতেন আর আমার নবুওতী যুগ পেতেন তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। (আর আমার আনীত শরী'আতের ওপর চলতেন।) (মুসনাদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ نُسْخَةً مِّنَ التَّوْرَاةِ এর অর্থ তাওরাতের আরবী তরজমার কোন অংশ ও কতক পৃষ্ঠা। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসন্তুষ্টি ও চেহারা মুবারকের ওপর এর প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে এই বাক্য বলেছেন ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'ক্রন্দন কারীনীগণ তোমার প্রতি ক্রন্দন করুক'। যখন অসন্তুষ্টি প্রকাশের স্থলে এ বাক্য বলা হয় তখন এর অর্থ কেবলই অসন্তুষ্টি প্রকাশ বুঝায়। শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। প্রত্যেক ভাষায়ই এরূপ পরিভাষা রয়েছে। আমাদের উর্দূ ভাষায় মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে শাসিয়ে مـوا বলেন, (যার শাব্দিক অর্থ মরে যাওয়া) উদ্দেশ্য কেবল অসন্তুষ্টি ও রাগ প্রকাশ করা।

হযরত উমর (রা)-এর এ কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তির বিশেষ কারণ এই ছিল যে, এতে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, خَاتَمُ الْكُتُبِ কুরআন মজীদ এবং خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশাবলির পরও তাওরাত বা কোন প্রাচীন পুস্তিকা থেকে আলো ও পথ প্রদর্শন অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষা আল্লাহ্‌র পরিচয় ও হিদায়াতের ব্যাপারে অন্য সব জিনিস থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ ও পূর্ববর্তী নবীগণের সহীফাসমূহে যে এরূপ বিষয়-বস্তু ও আহ্‌কাম ছিল যা মানুষের সর্বদা প্রয়োজন পড়বে, তা সব কুরআন মজীদে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। – مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ যা কুরআন মজীদের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।

বস্তুত তাওরাত ও অন্যান্য পূর্ববর্তী সহীফাসমূহের যুগ শেষ হয়েছিল। কুরআন নাযিল ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের পর নাজাত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন তাঁরই আনুগত্যের ওপর সীমাবদ্ধ। এ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য তিনি শপথ করে বললেন, যদি ধরে নেওয়া হয়, তাওরাতের অধিকারী মূসা (আ) জীবিত হয়ে এ জগতে তোমাদের সামনে এসেছেন, আর আমাকে ও আমার আনীত হিদায়াত ও তালিম ছেড়ে তোমরা তাঁর অনুসরণ কর তবে তোমরা পথ প্রাপ্ত হবে না। বরং গোমরাহ্ ও সত্য পথ হতে দূর হয়ে যাবে। এ মূল তথ্যের ওপর আরো অধিক আলোকপাত করে তিনি বলেন, যদি আজ হযরত মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, আর আমার নবুওত ও রিসালাতের এ যুগ পেতেন তবে স্বয়ং তিনিও এই এলাহী হিদায়াত এবং এই শরী'আতের আনুগত্য করতেন যা আমার মাধ্যমে আল্লাহ্

তা'আলার নিকট থেকে এসেছে। এভাবে আমার অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন। হযরত উমর (রা) যেহেতু তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন এজন্য তাঁর এই সামান্য স্খলনও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল।

جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

٢٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ كَانَ اَهْـلُ الْكِتَـابِ يَقْرَئُـوْنَ التَّـوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لاَتُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الاية –

(رواه البخارى)

২২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আহ্‌লি কিতাবগণ মুসলমানদের সামনে ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করত আর আরবী ভাষায় তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক নির্দেশ প্রদান করলেন, কিতাবধারীদের (এসব কথা যা তাওরাতের বরাতে তোমাদেরকে শুনায় ও বলে) না সত্য বল, না মিথ্যা বল। কেবল আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক কুরআন মজীদের শব্দাবলিতে এটা বলে দাও-

اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُـوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ – (سورة البقره : ١٣٦)

'আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি আমাদের হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। এবং যা ইব্‌রাহীম, ইস্‌মাইল, ইস্‌হাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধর গণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর যা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হয়েছে। আমরা নবী রাসূল হওয়া হিসাবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। (আমরা সবাইকে মানি) এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পনকারী।' (সূরা বাকারা- ১৩৬)

www.BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ ঘটনা এই যে, তাওরাতে এবং অনুরূপভাবে ইঞ্জিলে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিক নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তাদের এসব কথা না সত্যায়ন কর, না মিথ্যা বল। এ আকীদা রাখ এবং অন্যদের সামনেও নিজের এ অবস্থান প্রকাশ করে দাও যে, আল্লাহ্র সব নবীগণের প্রতি ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে নাযিলকৃত সব হিদায়াতনামার প্রতি আমাদের ঈমান আছে। আমরা এ সবকে সত্য বলে মানি। এ হিসাবে আল্লাহ্র নবীদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না। আর আমরা আল্লাহ্র বান্দা। তাঁরই নির্দেশসমুহের ওপর চলি। আর এ যুগের জন্য তাঁর নির্দেশ এই যে, তাঁর শেষ কিতাব কুরআন ও তা বহনকারী শেষ নবী ও রাসূলের তা'লিম ও হিদায়াতের অনুসরণ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ এটাই। আর বুদ্ধি বিবেকের চাহিদাও এটাই যে, আল্লাহ্র সব নবীর প্রতি এবং তাঁর নাযিলকৃত সব কিতাবের প্রতি ঈমান আনা হবে। সবার সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু অনুসরণ করা হবে স্বীয় যুগের নবী ও রাসূলের এবং তাঁর আনীত শরী'আতের।

٢٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى اُمَّتِىْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتٰى اُمَّهٗ عَلَانِيَّةً لَكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذَالِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ — (رواه الترمذى)

২৩. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই সব মন্দ সম্পূর্ণ সমান তালে আসবে যা বনী ইসরাঈলের মধ্যে এসেছিল। এমনকি যদি বনী ইসরাঈলে এমন কোন হতভাগা হয়ে থাকে, যে প্রকাশ্যে তার মা এর সাথে অশ্লীল কাজ করে ছিল তবে আমার উম্মতের মধ্যে কোন হতভাগা হবে, যে এরূপ করবে। বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফির্কায় (শ্রেণী) বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হবে। আর এক ফির্কা ছাড়া সবাই জাহান্নামী। (তারাই হবে জান্নাতী) সাহাবা কিরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কোন ফির্কা হবে? তিনি বললেন, যারা আমার পথে ও আমার আসহাবের পথে হবে।

(জামি' তিরমিযী)

প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই এক হাদীস মুসনাদে আহ্মদ ও সুনানে আবূ দাউদে হযরত মু'আবীয়া (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেছেন, তা কেবল এক ভবিষ্যতবাণী নয় বরং উম্মতের জন্য অনেক বড় সংবাদ। উদ্দেশ্য এই যে, উম্মত সেই আকাইদ ও চিন্তাধারা এবং সেই পথে দৃঢ় থাকার প্রতি চিন্তা ও লক্ষ্য রাখবে যার ওপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কিরাম ছিলেন। নাজাত ও জান্নাত তাঁদেরই জন্যে।

এই শ্রেণী নিজেদের জন্য اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর শিরোনাম গ্রহণ করেছে। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা জামা'আতের তরীকার সাথে সম্পৃক্তকারীগণ। দ্বিতীয়ত আলোচ্য হাদীসে যে বাহাত্তর ফির্কা সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'كُلُّهُمْ فِى النَّارِ' নির্দিষ্টভাবে সবাইকে চিহ্নিত করা যায় না। বস্তুত যাদের দীনী চিন্তাধারা ও আকীদাগত পথ হচ্ছে "مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ' এর সাথে মৌলিক ভাবে ভিন্ন, তারা ঐ সব ফির্কার অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যেমন যায়দিয়া, মু'তাযিলা, জাহ্মিয়া। আর আমাদের যুগের হাদীস অস্বীকারকারীগণ এবং সেই বিদ্'আতীগণ যাদের আকীদার অনিষ্টতা কুফ্র পর্যন্ত পৌছেনি।

এস্থলে এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, সে সব ব্যক্তি এরূপ আকীদা গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকেই বের হয়ে গেছে, যেমন অতীতে মুসাইলমা কায্যাব ইত্যাদি নবুওতের দাবিদারদেরকে নবী স্বীকৃতি দানকারীরা কিংবা আমাদের যুগের কাদিয়ানী সম্প্রদায়। সুতরাং এরূপ লোক উম্মতের গণ্ডি থেকেই বের হয়ে গেছে। এজন্য তারা এই বাহাত্তর ফির্কার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই বাহাত্তর ফির্কার অন্তর্ভুক্ত তারা যারা উম্মতের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা "مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ" এর পথ থেকে সরে আকীদাগত ভিন্ন মতবাদ ও দীনী চিন্তা ধারা গ্রহণ করেছে। তবে দীনের আবশ্যকীয় বিষয়ালির মধ্যে কোন বিষয় অস্বীকার কিংবা এমন কোন আকীদা গ্রহণ করেনি, যে কারণে ইসলাম ও উম্মতের গণ্ডি থেকেই নির্গত হয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে 'كُلُّهُمْ فِى النَّارِ' (তারা সবাই জাহান্নামে যাবে) এর উদ্দেশ্য এই যে, আকীদার ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর কারণে জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হবে। এভাবে "مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ" এর সাথে সম্পৃক্ততা রক্ষাকারীগণ তিয়াত্তরতম ফির্কার জান্নাতী হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁরা নিজেদের আকীদাগত দৃঢ়তার কারণে নাজাত ও জান্নাতের যোগ্য হবে। বস্তুত হাদীসে যে تَفَرُّقٌ (বিভিন্ন ফির্কায় বিভক্ত

www.BANGLAKITAB.com

হওয়ার) উল্লেখ করা হয়েছে আমলের পাপপুণ্য ও ভাল মন্দের সাথে এর সম্পর্ক নেই। ফিরকাবাজীর সম্পর্ক আকাইদ ও চিন্তাধারার সাথে। আমলের কারণে সওয়াব কিংবা আযাবের যোগ্য হওয়াও সত্য। তবে এর সাথে আলোচ্য হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই।

উম্মতের মধ্যে সাধারণ ফাসাদ ও অনৈক্যের সময় সুন্নাত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকার সাথে সম্পৃক্ততা

٢٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ — (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২৪. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নাত ও তরীকা শক্ত ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তাঁর জন্য রয়েছে শহীদের সাওয়াব। (তাবারানীর আওসাত)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা)-এর উপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় তাঁর উম্মতে ফাসাদ এবং অনৈক্য আসবে। আর এমন যুগও আসবে যখন উম্মতের পথ ভ্রষ্টতা আর প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ অতি সাধারণ হয়ে যাবে। তখন তাদের অধিকাংশ তাঁর হিদায়াত ও তা'লিম ছেড়ে দেবে এবং তাঁর তরীকায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। প্রকাশ থাকে, এরূপ মন্দ পরিবেশ ও এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর হিদায়াত, সুন্নাত ও শরী'আতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন-যাপন করা খুবই দৃঢ়তার কাজ হবে। আর এরূপ বান্দাদের বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর আলোচ্য হাদীসে সুন্নাতের ওপর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিবর্গকে সুসংবাদ শোনানো হয়েছে যে, আখিরাতে আল্লাহ্র নিকট থেকে তাদেরকে আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণকারীদের মর্যাদা ও সাওয়াব দান করা হবে। এখানে এ কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে,আমাদের পরিভাষায় 'سُنَّةٌ' শব্দ এক বিশেষ ও সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু হাদীসে 'سُنَّةٌ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর তরীকা ও তাঁর হিদায়াত। যার মধ্যে আকীদা, ফরয, ওয়াজিবসমূহও অন্তর্ভুক্ত।

ফায়দাঃ মিশকাতুল মাসাবীহ্ কিতাবে হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ এই শব্দাবলিতে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে আর এর উৎসের জন্য হাদীসের কোন কিতাবের বরাতও দেওয়া হয়নি। স্পষ্টত তাবারানীর মু'জামে আওসাতের সেই বর্ণনাই অধিক নির্ভরযোগ্য বরাত, যা এখানে জামিউল ফাওয়াইদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর তাতে فَلَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ বলা হয়েছে।

সুন্নাত জীবন্ত করা ও উম্মতের দীনী সংশোধনের প্রচেষ্টা করা

٢٥. عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ — (رواه الترمذى)

২৫. হযরত আলী মুরতাযা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার পর মৃত (বিলুপ্ত) হয়ে যাওয়া আমার কোন সুন্নাতকে জীবিত করে সে আমাকে ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথী হবে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন হিদায়াত ও কোন সুন্নাতের ওপর যতক্ষণ পর্যন্ত আমল হতে থাকে এবং তা প্রচলিত থাকে ততক্ষণ তা জীবিত বলে ধরে নিতে হবে। আর যখন এর ওপর আমল করা বন্ধ হয়ে যায় এবং তা প্রচলিত থাকে না, তখন যেন এর জীবন শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় তার যে ভক্ত উম্মত উক্ত সুন্নাত ও হিদায়াতকে পুনরায় আমলে নিয়ে আসতে ও প্রচলন করতে চেষ্টা করে, আলোচ্য হাদীসে তার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে আমাকে ভালবাসে এবং ভালবাসার দাবি পূরণ করেছে। আখিরাতে ও জান্নাতে সে আমার সঙ্গী ও প্রিয়ভাজন হবে।

٢٦. عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا — (رواه الترمذى)

২৬. হযরত বিলাল ইব্ন হারিস মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার পর মৃত (বিলুপ্ত) হয়ে যাওয়া আমার কোন সুন্নাত (যা পরিত্যক্ত হয়েছিল) জীবিত করে সে ঐসব লোকদের সমান সাওয়াব পাবে যারা এর ওপর আমল করবে। অথচ সেই আমলকারীর সাওয়াবে কোন কম হবে না। (জামি' তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের বিষয়-বস্তু নিম্ন বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তম রূপে বুঝা যেতে পারে যে, মনে করুন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে যাকাত আদায় করা অথবা যেমন পিতার ত্যাজ্য বিত্তে কন্যাদের অংশ দেওয়ার প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র কোন বান্দার চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই গোমরাহী ও দীনী অনিষ্টতার সংশোধন হল। এরপর মানুষ যাকাত দিতে শুরু করল এবং কন্যাদেরকে শরী'আতী অংশ দিতে লাগল, এরপর ঐ অঞ্চলের যত মানুষই যাকাত প্রদান করবে আর বোনদেরকে সম্পত্তি থেকে তাদের শরী'আতী অংশ দেবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে একাজের জন্য তারা যত সাওয়াব পাবে, সব কাজের একত্রিত সাওয়াব সেই বান্দাকে দেওয়া হবে, যে এই দীনী আহ্‌কাম ও আমলকে পুনরায় জীবন্ত ও প্রচলনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছিল। আর এই বিরাট কাজের পারিশ্রমিক আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট হতে বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হবে। আমলকারীদের পারিশ্রমিক থেকে কিছু কেটে নেওয়া হবে না এবং তাদের কমও দেওয়া হবে না। আমাদের যুগেরই এর এক বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের দীনী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমান যুবক হোক বা বৃদ্ধ, ধনী হোক বা দরিদ্র, বিদ্বান হোক বা মূর্খ, দীনের আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জন করবে এবং দীনের ওপর চলবে। আর নিজের অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী অন্যদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা করবে। কিন্তু কতক ঐতিহাসিক কারণে যুগের বিবর্তনের সাথে এ পদ্ধতি দুর্বল হতে থাকে। কয়েক শতাব্দী থেকে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, নিষ্ঠাবান উলামা ও দীনের বিশেষ লোকদের হালকা ও পরিধিতে দীনের চিন্তা অবশিষ্ট রয়েছে।

এমতাবস্থায় আমাদের যুগেরই আল্লাহ্‌র এক অকপট বান্দা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক ভক্ত উম্মত দীনের চিন্তা ও মেহ্‌নতের সেই সাধারণ পদ্ধতিকে পুনরায় চালু করতে ও এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। এজন্য নিজের জীবন ওয়াক্‌ফ ও কুরবান করেছেন। যার এই ফল আমাদের চোখের সামনে যে, এখন (যখন চৌদ্দ'শ হিজরী শেষ হয়ে পনের'শ হিজরী শুরু হয়েছে) (বর্তমানে ১৪২৬ হিজরী–অনুবাদক) দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর সেই লাখো লোক যাদের না দীনের সাথে সম্পর্ক ছিল, না আমলের সাথে, তাদের অন্তর আখিরাতের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, তারা দীনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এখন তারা আখিরাতকেই সামনে রেখে স্বয়ং নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহ্‌কাম মুতাবিক তৈরি করার এবং অন্যদের মধ্যেও এ চিন্তা জাগ্রত ও পয়দা করতে মেহনত ও চেষ্টা করছেন। এ পথে কুরবানি দিচ্ছেন ও কষ্টসমূহ সহ্য করছেন। নিঃসন্দেহে এটা সুন্নাত

জীবন্ত করার মহান দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এ কুরবানি কবূল করুন। আর এর মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে, এরপর গোটা মনুষ্য জগতে হিদায়াতকে ব্যাপক করুন।

'وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ'

٢٧. عَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَّتِىْ — (رواه الترمذى)

২৭. হযরত 'আমর ইব্‌ন 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দীন (ইসলাম) যখন শুরু হয়েছিল তখন তা গরীব (অর্থাৎ মানুষের জন্য অভিনব ও অস্থিরতার অবস্থায়) ছিল। আর (এক সময় আসবে) তা পুনরায় সেই অবস্থায় যাবে সেরূপে শুরু হওয়ার কালে ছিল। সুতরাং আনন্দ সেই গরীবদের জন্য। আর (গুরাবা দ্বারা উদ্দেশ্য) সেই লোক যারা ফাসাদ ও অনৈক্যে সংশোধনের চেষ্টা করবে যা আমার পর আমার সুন্নাতে (আমার তরীকায়) লোকজন বিগড়াবে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের উর্দূ ভাষায় তো নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তিকে গরীব বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দের প্রকৃত অর্থ এরূপ বিদেশী যার কোন সিনাক্ত ও পরিচয়কারী নেই।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর মোটকথা এই- যখন ইসলামের দাওআতের সূচনা হয়েছিল আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তিনি মক্কাবাসীর সামনে ইসলাম পেশ করেছিলেন, তখন এর শিক্ষা, এর আকাইদ, এর আমলসমূহ ও এর জীবনপদ্ধতি মানুষের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অভিনব ছিল। এমন অপরিচিত বিদেশীর ন্যায় ছিল যার কোন পরিচয়কারী ও জিজ্ঞাসাকারী নেই। এরপর ক্রমান্বয়ে এ অবস্থা পরিবর্তীত হতে থাকে। মানুষ ইসলামের সাথে পরিচিত হতে থাকে এবং এর সাথে মিশতে থাকে। এমনকি এক সময় এল যে, প্রথমে মদীনা মনাওয়ারায় লোকজন সমষ্টিগতভাবে এটা বক্ষে ধারণ করেন।

এরপর রাতারাতি প্রায় গোটা আরব উপদ্বীপবাসী এটা গ্রহণ করেন। তারপর দুনিয়ার অন্যান্য দেশও এটাকে স্বাগতম জানায় এবং এটা ব্যাপক আকারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তবে যেভাবে উপরেও বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে স্খলন এসেছিল, তাঁর উম্মতেও

www.BANGLAKITAB.com

অনুরূপভাবে স্খলন আসবে। আর অধিকাংশ লোক রুসূম, প্রথা ও ভুল রীতি নীতি গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে প্রকৃত ইসলাম-যার দাওআত ও শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন তা নগণ্য সংখ্যক লোকদের মধ্যে চালু থাকবে।

এভাবে ইসলাম স্বীয় প্রাথমিক যুগের ন্যায় অপরিচিত বিদেশীর মত হয়ে যাবে। তাই আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সেই পরিবর্তনের সংবাদ দিয়েছেন। এতদসঙ্গে তিনি বলেন, উম্মতের এই সাধারণ বিপর্যয়ের সময় সঠিক ইসলামের ওপর অবস্থানকারী যে সব উম্মত সেই ফাসাদের সময় নষ্ট হওয়া উম্মতকে সঠিক ইসলামে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে তাদেরকে মুবারকবাদ। আলোচ্য হাদীস শরীফে এরূপ ভক্ত খাদিমদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'غُرَبَاء' উপাধী দিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে আমাদের এ যুগে মুসলমান পরিচয়ধারী উম্মতের যে অবস্থা তার ওপর আলোচ্য হাদীস পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। উম্মতের অধিক সংখ্যক লোক দীনের মৌলিক শিক্ষাবলি থেকে অনবিহিত। কবর পূজার ন্যায় সুস্পষ্ট শিরকে জড়িত। আর নামায ও যাকাতের ন্যায় মৌলিক স্তম্ভসমূহ পরিত্যাগকারী। দিন বা রাতের লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিতে হালাল ও হারামের কোন ভয় নেই। মিথ্যা মুকাদ্দমা ও মিথ্যা সাক্ষীর ন্যায় লা'নতযোগ্য গুনাহ্সমূহ থেকে কেবল আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের প্রেক্ষিতে বেঁচে থাকা ব্যক্তি খুবই কম রয়েছে। উলামা ও দরবেশদের বিরাট অংশের মধ্যে আত্ম পূজা, ধন ও মর্যাদার আসক্তি জন্ম লাভকারী অনিষ্ট দেখা যেতে পারে, যা ইয়াহুদী ও নাসারাদের আলিম উলামাদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, যে কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লা'নত হয়েছিল।

এরূপ সাধারণ ফাসাদের সময় যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিদায়াত ও সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং উম্মতের সংশোধনের চিন্তা ও চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করে, তারা মুহাম্মদী সেনাদলের সিপাহী। আলোচ্য হাদীসে তাদেরকেই 'غُرَبَاء' বলা হয়েছে। আর নবুওতী ভাষায় তাদেরকে সাবাশ ও মুবারকবাদ জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই অক্ষম লেখককে এবং এর পাঠকদেরকেও তাওফীক দিন যেন তারা নিজেদের এই দলে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করে। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهِمْ

পার্থিব বিষয়ে হুযুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিগত অভিমতের স্তর

আল্লাহ্র নবী, নবী ও রাসূল হিসাবে যে নির্দেশই দিয়েছেন তা অপরিহার্য আনুগত্যের বিষয়। এর সম্পর্ক আল্লাহ্র অধিকারের সাথে হোক অথবা বান্দার অধিকারের সাথে, ইবাদতের সাথে, লেন-দেনের সাথে, চরিত্রের সাথে হোক কিংবা সামাজিকতার সাথে অথবা জীবনের কোন শাখার সাথে হোক। তবে আল্লাহ্র নবী কখনো নিছক কোন পার্থিব বিষয়ে স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমতের পরামর্শ দিয়ে থাকতেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, তা উম্মতের জন্য অবশ্য আনুগত্যযোগ্য নয়। বরং এটাও প্রয়োজন নয় যে, তা সর্বদা সঠিক হবে। তাতে ভুলও হতে পারে। নিম্নের হাদীসের দাবি এটাই।

٢٨. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَأْبِرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ؟ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوْا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لَه فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ رَأْيٍ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ — (رواه مسلم)

২৮. হযরত রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হিজরত করে) মদীনা এলেন। তখন তিনি দেখলেন, মদীনাবাসী খেজুর বৃক্ষের ওপর তা'বীর (পুংকেশর গর্ভকেশরে স্থাপন—অনুবাদক) এর কাজ করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এটা কি করছ? (আর কি জন্য করছ?) তারা নিবেদন করলেন, এটা আমরা পূর্ব থেকে করে আসছি। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা এটা না করলে উত্তম হবে। তখন তারা তা ছেড়ে দেন। সুতরাং ফলন কম হল। তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একথা উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি (স্বীয় প্রকৃতি হিসেবে) কেবল একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদেরকে দীনের ব্যাপারে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই, তখন তা অবশ্য কর্তব্য ধরে নাও (আর এর ওপর আমল কর)। আর যখন আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমতে কোন বিষয়ে তোমাদেরকে বলি তবে আমি কেবল একজন মানুষ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মদীনা তাইয়্যিবা খেজুর ফলনের বিশেষ অঞ্চল ছিল। আর এখনও এরকমই আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে সেখানে পৌঁছালেন তখন তিনি দেখলেন, সেখানের লোকজন খেজুর গাছগুলোর

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যে একটি গাছকে নর ও অন্য গাছটিকে মাদা নির্ধারণ করে সেগুলোর ফুলের কলিতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করছে। যাকে তা'বীর বলা হত। যেহেতু মক্কা মুকাররমা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খেজুর ফলত না, এজন্য এ তা'বীরের কাজ তাঁর জন্য একটি নতুন বিষয় ছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এটা কী করছ এবং কি জন্য করছ? তারা এর কোন বিশেষ রহস্য ও উপকারিতা বলতে পারেননি। তারা কেবল এই বলেন যে, প্রথম থেকেই আমরা তা করে আসছি। অর্থাৎ আমাদের বাপ-দাদাকে করতে দেখেছি এজন্য আমরাও করছি।

এটাকে তিনি জাহিলী যুগের অন্যান্য বহু অনর্থক বিষয়ের ন্যায় এক অতিরিক্ত ও ফায়দাহীন কাজ মনে করলেন এবং বললেন, সম্ভবত যদি এটা না করে ভাল হবে। তারা তাঁর এ কথা শুনে তা'বীরের কাজ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ফল দাঁড়ালো যে, খেজুরের ফলন কমে গেল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এটা উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ الــخ (অর্থাৎ আপন সত্তাগতভাবে আমি একজন মানুষ) আমার সব কথা দীনী হিদায়াত ও ওহীর ভিত্তিতে নয় বরং একজন মানুষ হিসাবেও কথা বলি। তবে যখন আমি নবী ও রাসূল হিসাবে দীনের লাইনে কোন নির্দেশ দেই, তা অবশ্য পালনীয়। আর যখন আমি কোন পার্থিব ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত অভিমতে কিছু বলি, তবে এর মর্যাদা একজন মানুষের অভিমত। এতে ভুলও হতে পারে। আর তা'বীরের ব্যাপারে যে কথা আমি বলেছি, তা আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও আমার ব্যক্তিগত অভিমত ছিল।

ঘটনা এই যে, বহু জিনিসে আল্লাহ্ তা'আলা আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যাবলি রেখেছেন, যার পূর্ণ জ্ঞানও কেবল তাঁরই রয়েছে। তা'বীরের কাজে আল্লাহ্ তা'আলা বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, এর দ্বারা ফলন বেশি হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু বলা হয়নি। আর তাঁর এটা জানার প্রয়োজনও ছিল না। তিনি উদ্যান কাজের রহস্য বলার জন্য আসেননি। বরং মনুষ্য জগতের হিদায়াত এবং এ জগতকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আর এজন্য যে ইল্মের প্রয়োজন ছিল তা তাঁকে পরিপূর্ণ দান করা হয়েছিল।

আলোচ্য হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে, এ দুনিয়ার প্রত্যেক বিষয় ও প্রত্যেক জিনিসের ইল্ম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছিল, এ ধারণা ও আকীদা পোষণ করা ভুল। যারা এরূপ আকীদা পোষণ করে তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উচ্চাসন সম্পর্কে একেবারে অপরিচিত।

আলোচ্য হাদীসের ওপর كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّــنَّةِ শেষ হল।

কল্যাণের দিকে আহ্বান, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে নবী (আ) গণ এজন্য প্রেরিত হতেন যে, তাঁর বান্দাদেরকে নেকী ও উত্তম কাজের দাওআত দেবেন, পসন্দনীয় কাজ ও চরিত্র এবং সর্ব প্রকার উত্তম কাজের প্রতি তাদের পথ প্রদর্শন করবেন, আর সর্ব প্রকার মন্দ হতে তাদের বারণ ও বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টির যোগ্য হয়। আর তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে নিরাপদ থাকে। এর সামষ্টিক শিরোনাম- دعوت الی الخیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

যখন শেষ নবী সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর নবুওতের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয় তখন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য এই নবীসুলভ কাজের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উম্মতের প্রতি অর্পিত হয়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ —

'তোমাদের মধ্যে এমন দল হোক যারা (লোকজনকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এরাই সফলকাম।' (সূরা আল্ ইমরান -১০৪)

এর কয়েক আয়াত পর এ সূরায়ই বলা হয়েছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْــهَوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ —

তোমরাই (সব উম্মতের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির (সংশোধন ও হিদায়াতের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর। অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন। (সূরা আল্ ইমরান -১১০)

বস্তুত নবুওতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই নবীসুলভ কাজের পূর্ণ দায়িত্ব সর্বদার জন্য মুহাম্মদী উম্মতের প্রতি অর্পিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বাণীসমূহে স্পষ্ট বলেছেন যে, তাঁর যে উম্মত এই দায়িত্ব যথাযত পূর্ণ করবে সে আল্লাহ্ তা'আলার কী রূপ মহান পুরস্কারসমূহের যোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যারা এতে ত্রুটি করবে তারা নিজেদের আত্মার প্রতি কত বড় যুলুম করবে আর তাদের পরিণাম ও পরিণতি কী রূপ হবে। এ ভূমিকার পর এ সম্বন্ধে নিম্ন বর্ণিত হাদীসসমূহ পড়া যেতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com

হিদায়াত ও ইরশাদ এবং উত্তম কাজের প্রতি আহ্বানের পুরস্কার ও সাওয়াব

٢٩. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الاَنْصَارِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ ـ (رواه مسلم)

২৯. হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের (কোন লোককে) পথ প্রদর্শন করে তবে সে ব্যক্তি সেই ভাল কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির পুরস্কারের সমানই পুরস্কার পাবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য ও দাবি এ দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তমরূপে বুঝা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত ছিল না। আপনার দাওআত, উৎসাহ ও মেহনতের ফলস্বরূপ সে নিয়মিত নামায পড়তে থাকে। সে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফিল ছিল, আপনার দাওআত ও চেষ্টার ফল স্বরূপ সে কুরআন মজীদ দৈনন্দিন তিলাওয়াত করতে থাকে, যিক্র ও তাসবীহ্তেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে যাকাতও প্রদান করত না, আপনার আন্তরিক দাওআত ও তাবলীগের প্রভাবে সে যাকাতও প্রদান করতে থাকে, এভাবে অন্যান্য সৎকাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে সারা জীবনের নামায, যিক্র, তিলাওয়াত, যাকাত ও সাদ্কাহ্ এবং অন্যান্য ভাল কাজের যত পুরস্কার ও সাওয়াব আখিরাতে পাবে, (আলোচ্য হাদীসের সুসংবাদ মুতাবিক) পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অফুরন্ত করুণার ভাণ্ডার থেকে ততটুকু সাওয়াব সেই আহ্বানকারী বান্দাকে দান করবেন যার দাওআত ও তাবলীগে সে এই উত্তম কাজের প্রতি আগ্রহান্বিত ও অভ্যস্ত হয়েছে।

ঘটনা এই যে, এ পথে যত পুরস্কার ও সাওয়াব এবং আখিরাতে যে মর্যাদা অর্জন করা যায় তা অন্য কোন পথে অর্জন করা যায় না। বুযুর্গানে দীনের পরিভাষায় এটা নবুওতের পথের রীতিনীতি। তবে শর্ত হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ও কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য হতে হবে।

٣٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعٰى اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لاَيَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعٰى اِلٰى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لاَيَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا ـــ (رواه مسلم)

৩০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন উত্তম কাজের দিকে লোকজনকে আহ্বান করল, তবে সেই আহ্বানকারী সে সব ব্যক্তির পুরস্কারের সমান পুরস্কার পাবে যারা তার কথা মেনে নেকীর সেই পথে চলবে ও আমল করবে। আর একারণে সেই আমলকারীদের পুরস্কারে কোন কমৃতি হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি (লোকজনকে) কোন গোমরাহী (এবং মন্দ কাজ)-এর প্রতি আহ্বান করল, তবে সেই আহ্বানকারীর, সেই সব লোকদের গুনাহ সমূহের সমান গুনাহ হবে, যারা তার আহ্বানে সেই গোমরাহী ও মন্দ কাজের দোষী হয়েছিল। আর এ কারণে সেই মন্দ কাজে লিপ্ত লোকদের গুনাহ্ ও তাদের শাস্তিতে কোন কমৃতি হবে না। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে হক ও হিদায়াতের আহ্বানকারীদেরকে সুসংবাদ শুনানোর সাথে সাথে গোমরাহীর প্রতি আহ্বানকারীদের মন্দ পরিণতিও বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উত্তম কাজের প্রতি আহ্বান ও হিদায়াতের সৌভাগ্য অর্জিত হয়, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরং সব নবী (আ) গণের মিশনের খাদিম ও তাঁদের সেনাবাহিনীর সিপাহী। আর যাদের দুর্ভাগ্য তাদেরকে গোমরাহী ও মন্দ কাজের আহ্বানকারী বানিয়েছে তারা শয়তানের এজেন্ট এবং সৈন্য। এ উভয়ের পরিণতি তাই যা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

٣١. عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْ يُهْدِىَ اللهُ عَلٰى يَدَيْكَ رَجُلاً، خَيْرٌلَّكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرُبَتْ (رواه الطبرانى فى الكبير)

৩১. হযরত আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার হাতে ও তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কোন এক ব্যক্তিকে হিদায়াত দিয়েছেন, এটা তোমার জন্য সারা জগতের সেই জিনিসগুলো থেকে উত্তম যেগুলোর ওপর সূর্য উদিত হয়, অস্ত যায়। (তাবারানী মু'জামে কবীর)

ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার কোন অংশই এরূপ নয় যার প্রতি সূর্য উদয় ও অস্তমিত হয় না। সুতরাং হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মাধ্যমে কোন এক ব্যক্তিকেও হিদায়াত দেন তবে এটা তোমার জন্য এ থেকে উত্তম ও অধিক লাভজনক যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা জগত তুমি পেয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রকৃত অবস্থার ইয়াকীন ও আমলের তাওফীক দিন।

www.BANGLAKITAB.com

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের তাকীদ আর এ কাজে ত্রুটির ওপর শক্ত হুঁশিয়ারী ঃ

٣٢. عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَتَأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِه ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلاَيُسْتَجَابُ لَكُمْ ــ (رواه الترمذى)

৩২. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে উম্মতগণ! সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কর্তব্য 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালন করতে থাকা। (অর্থাৎ উত্তম কথা ও নেকীর কাজে লোকজনকে হিদায়াত ও তাকীদ দিতে থাক আর মন্দ কথা ও মন্দ কাজ হতে তাদেরকে বিরত রাখ) অথবা এরপর এরূপ হবে যে, (এ ব্যাপারে তোমাদের ত্রুটির কারণে) আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তাঁর কোন শাস্তি প্রেরিত করবেন, তোমরা দু'আ করবে আর তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে না। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে স্পষ্ট শব্দাবলিতে সংবাদ দিয়েছেন যে, 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুন্‌কার' আমার উম্মতের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, যখন এটা পালন করতে গাফ্‌লত ও ত্রুটি হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে তাকে কোন ফিত্‌না ও আযাবে নিয়োজিত করা হবে। এরপর যখন দু'আকারী এই শাস্তি ও ফিত্‌না থেকে মুক্তির দু'আ করবে তখন তার দু'আও কবূল হবে না।

এই অধমের নিকট এতে মোটেই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শতাব্দী থেকে এই উম্মত রকমারী যে ফিত্‌না ও শাস্তিতে লিপ্ত এবং উম্মতের উত্তম লোকদের দু'আ, অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, এর বড় কারণ এটাই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে উম্মতকে 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার-এর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আর এ ব্যাপারে যে তাকীদপূর্ণ নির্দেশাবলি দিয়েছিলেন, এর যে সাধারণ নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা শতাব্দী থেকে প্রায় অকেজো। উম্মতের সামগ্রিক সংখ্যায় এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনকারী হাজারে একজনও নেই। বস্তুত এটা সেই অবস্থার নমুনা যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বাণীসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট সংবাদ দিয়েছিলেন।

٣٣. عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ هٰذِهِ الاٰيَةَ "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ" فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوْ مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْا يُوْشِكُ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِه ــ

(رواه ابن ماجه والترمذى)

৩৩. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআন মজীদের এ আয়াত তিলাওয়াত কর يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ হে মুমিনগণ! আত্ম সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে, যে ব্যক্তি পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) এ আয়াতের বরাত দিয়ে বলেন, আয়াত থেকে কেউ যেন ভুল না বুঝে) আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, যখন মানুষের এ অবস্থা দাঁড়ায় যে, সে শরী'আতের পরিপন্থী কাজ হতে দেখে আর এর সংশোধন ও পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করে না, তবে আসন্ন ভয় রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে তাদের সবার ওপর আযাব এসে যাবে। (সুনানে ইবন্ মাজাহ্, জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এটা সূরা মায়িদায় ১০৫ নং আয়াত যার বরাত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দিয়েছেন। এ আয়াতের প্রকাশ্য শব্দাবলি থেকে কারো এ ভুল উপলব্ধি হতে পারে যে, ঈমানদারদের দায়িত্ব কেবল এই- সে এই চিন্তা করবে, সে স্বয়ং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রদর্শিত পথে থাকবে। অন্যদের সংশোধন ও হিদায়াতের যেন দায়িত্ব নেই। যদি অন্যান্য লোক আল্লাহ ও রাসূলের আহকামের পরিপন্থী চলে তবে চলতে থাকবে। তাদের গোমরাহী ও ভ্রান্ত কাজের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবে না।

সিদ্দীকে আকবর (রা) এই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য বলেন, আয়াত থেকে এটা বুঝা ভুল হবে। আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, যখন লোকদের রীতি এরূপ হবে যে, তারা অন্য লোকদেরকে শরী'আতের পরিপন্থী কাজ করতে দেখে, আর তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে না বরং তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয় তবে এ কথার আসন্ন ভয় রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট হতে এমন আযাব আসবে যা সবাইকে তার আওতায় আবদ্ধ করবে।

www.BANGLAKITAB.com

আবূ বকর (রা)-এর আলোচ্য হাদীস এবং কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য দলীলের আলোকে সূরা মায়িদার উক্ত আয়াতের ফায়দা ও দাবি এই হবে, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা হিদায়াতের পথে থাকবে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহ্কাম পালন করে চলবে (যার মধ্যে 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার এবং যথা সাধ্য আল্লাহ্র বান্দাদের সংশোধন ও হিদায়াতের চেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত) সুতরাং এরপর আল্লাহ্ থেকে নির্ভীক যে সব লোক হিদায়াত গ্রহণ করে না বরং গোমরাহীর অবস্থায় থাকে তখন তোমাদের ওপর তাদের এই গোমরাহী ও নাফরমানীর ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। তোমরা আল্লাহ্র নিকট মুক্ত। হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) -এর হাদীস الحديث .... مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ এই মা'আরিফুল হাদীসের ধারাবাহিকতায় ঈমান অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যার মুদ্দা কথা এই, যে ব্যক্তি শরী'আতের পরিপন্থী কোন কাজ হতে দেখে, তখন যদি সে শক্তি ব্যবহার ও বাধা দিতে সক্ষম হয় তবে তা প্রয়োগ করে উক্ত মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর যদি এ সামর্থ না থাকে তবে মুখ দ্বারাই উপদেশ দেবে ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। যদি এ শক্তিও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা তা মন্দ জানবে ও অন্তরে এর বিপরীত অনুভূতি রাখবে।

٣٤. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِى قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتُوْا — (رواه ابو داؤد وابن ماجه)

৩৪. হযরত জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি-কোন জাতির (এবং দলের) মধ্যে এমন কোন মানুষ থাকে যে শরী'আতের পরিপন্থী ও গুনাহ্র কাজ করে আর সেই জাতি ও দল তাকে সংশোধনের শক্তি রাখে, তা সত্ত্বেও সংশোধন করে না (এ অবস্থায়ই তাকে ছেড়ে দেয়) তবে সেই লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বে কোন শাস্তিতে নিয়োজিত করবেন (সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ভ্রান্ত ও বিগড়ানো লোকদের সংশোধনের চেষ্টা না করা এবং উদ্বেগহীন কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা আল্লাহ্র নিকট এরূপ গুনাহ্ যার শাস্তি আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই দেওয়া হবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَلَا تُعَذِّبْنَا!

٣٥. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ اَقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِيْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ تَعَالٰى اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىَّ سَاعَةً قَطُّ — (رواه البيهقى في شعب الايمان)

৩৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাইল (আ) কে নির্দেশ দিলেন, অমুক শহরকে বাসিন্দাসহ উল্টিয়ে দাও। জিব্রাইল (আ) নিবেদন করলেন, আল্লাহ্! এই শহরে আপনার অমুক বান্দা রয়েছে, যে চোখের পাতি পড়া সমানও আপনার আবাধ্যতা করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, সেই বান্দাসহ অন্যান্য বাসিন্দাদের ওপর বস্তি উল্টে দাও। কেননা, আমার কারণে সেই বান্দার চেহারায় পরিবর্তন আসেনি। (শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব যুগের এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, কোন এক বস্তি ছিল, যার অধিবাসী সাধারণভাবে ভীষণ ফাসিক ও ফাজির ছিল। আর এরূপ মন্দ কাজসমূহ করত, যা আল্লাহ্র গযব ও ক্রোধের কারণ হয়ে যেত। তবে সেই বস্তিতে এরূপ এক বান্দাও ছিল, ব্যক্তিগত জীবনে যে আল্লাহ্র পূর্ণ অনুগত ছিল। তার থেকে কখনো গুনাহ্ প্রকাশ পায়নি। তবে তার অবস্থা এই ছিল যে, বস্তিবাসীদের গর্হিত কাজসমূহের প্রতি কখনো তার কোন প্রকার ক্রোধ আসেনি। আর চেহারার ওপর রেখাও পড়েনি। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এটাও সেই স্তরের অপরাধ ছিল যে, জিব্রাইল (আ) নির্দেশিত হলেন, বস্তির ফাসিক ফাজির অধিবাসীদের সাথে সেই বান্দার ওপরও বস্তি উল্টিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য হাদীস থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দিন। আমীন!

٣٦. عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْاَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا — (رواه ابوداؤد)

৩৬. হযরত 'উর্স ইব্ন আমীরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোন স্থানে গুনাহ্র কাজ করা হয় তখন যে সব লোক সেখানে উপস্থিত থাকে অথচ সেই গুনাহে অসন্তুষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তারা অনুপস্থিত লোকের ন্যায় (অর্থাৎ তাদেরকে এই গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না) আর যে ব্যক্তি এই গুনাহ্র স্থানে উপস্থিত নয়, কিন্তু সেই গুনাহ্র প্রতি

www.BANGLAKITAB.com

সন্তুষ্ট, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল। (আর যেন গুনাহে শরীক ছিল)। (সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ের অন্যান্য হাদীসের আলোকে হুযূর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর উদ্দেশ্য এই হবে যে, যে সব লোকের সামনে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলি ও শরী'আতের পরিপন্থী কাজ করা হয়, তারা যদি তা থেকে অসন্তুষ্ট হয় এবং সামর্থ অনুযায়ী সংশোধন ও পরিবর্তের চেষ্টা করে, কিংবা কমপক্ষে অন্তরে এর বিরুদ্ধে অনুভূতি রাখে, যদিও তাদের অসন্তুষ্টি ও চেষ্টার কোন প্রভাব পড়েনি, আর গুনাহ্র ধারাবাহিকতা এভাবেই চালু থাকে, তাদের কোন জিজ্ঞাসা করা হবে না। (বরং তারা ইন্‌শাআল্লাহ্ অপরাগ হবে) আর যেসব লোক শরী'আতের পরিপন্থী কাজে অসন্তুষ্ট নয়, তারা যদিও গুনাহ্র স্থান হতে দূরে থাকে তবু তারা অপরাধী হবে এবং গুনাহে শরীক মনে করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিন যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এসব বাণীসমূহের আলোকে আমরা নিজেদের হিসাব নিতে পারি।

٣٧. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ اَعْلاَهَا، فَتَاَذَّوْا بِهٖ فَاَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ؟ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلاَ بُدَّ لِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ نَجَّوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ — (رواه البخارى)

৩৭. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা আল্লাহ্র সীমা ও আহ্‌কামের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী এবং যারা আল্লাহ্র সীমা অতিক্রমকারী (অর্থাৎ আহ্‌কামের বিপরীত কাজ করে) তাদের দৃষ্টান্ত এমন এক দলের ন্যায় যারা পরস্পর লটারী করে এক নৌকায় আরোহন করেছে। তখন কিছু লোক নৌকার নিম্ন অংশে স্থান পেলো, আর কিছু লোক স্থান পেলো উপর অংশে। নিম্ন অংশের লোকেরা পানি নিয়ে উপর অংশের লোকদের নিকট দিয়ে যাতায়াত করছিল। এতে তারা কষ্ট অনুভব করল (আর এ বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল) তখন নিচের অংশের লোকেরা কুঠার নিয়ে নৌকার নিচু অংশে ছিদ্র করতে লাগল, (যেন নিচু থেকে সমুদ্রের পানি লাভ করতে পারে, আর পানির জন্য উপরে যাতায়াত করতে না হয়) উপরের অংশের লোকজন সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি হল? (এটা কি করছ?) তারা বলল, (আমাদের যাতায়াতে) তোমাদের কষ্ট হচ্ছে (আর তোমরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছ) অথচ পানি তো (জীবনের) অপরিহার্য আবশ্যকীয়। আমরা সমুদ্র থেকে পানি লাভের জন্য এই ছিদ্র করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন যদি এই নৌকারোহীরা সেই ব্যক্তিদের হাত ধরে (তাদের নৌকা ছিদ্র করতে না দেয়) তবে তাদেরকেও ধ্বংস থেকে বাঁচাবে এবং নিজেদেরকেও। আর যদি তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয় (আর নৌকা ছিদ্র করতে দেয়) তবে তাদেরকেও মৃত্যু মুখে পতিত করবে এবং নিজেদেরও (সবাই পানিতে ডুবে যাবে।) (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা তরজমার অধীনে করা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি সাধারণের সহজবোধ্য। হাদীসের বার্তা-যখন কোন বস্তি অথবা কোন দলে আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘিত হয়, আর তারা প্রকাশ্যে আহ্‌কামের পরিপন্থী কাজ করতে থাকে এবং সেই মন্দ কাজ হতে থাকে যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও শাস্তিকে আহ্বান করে, তখন যদি তাদের ভাল ও উত্তম লোক সংশোধন ও হিদায়াতের চেষ্টা না করে তবে যখন আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে তখন তারাও তাতে জড়িয়ে যাবে। আর কারো ব্যক্তিগত নেকী ও পরহেযগারী তাকে বাঁচাবে না। কুরআন মজীদেও বলা হয়েছে وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً اِعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'তোমরা এমন ফিত্‌নাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না, এবং মনে রেখ, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।' (সূরা আনফাল -২৫)

কোন্ অবস্থায় সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের দায়িত্ব রহিত হয়

٣٨. عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَالَ اَمَا وَاللهِ سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيْرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْىٍ بِرَأْيِهٖ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامًا اَلصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ — (رواه الترمذى)

৩৮. হযরত আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র বাণী "يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ" সম্পর্কে (এক ব্যক্তির

www.BANGLAKITAB.com

জিজ্ঞাসার উত্তরে) তিনি বললেন, আমি এই আয়াত সম্পর্কে সেই সত্তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যিনি (এর অর্থ ও দাবি এবং আল্লাহ্‌র হুকুম সম্বন্ধে) সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বললেন, (এ আয়াত সম্পর্কে ভুল বুঝ না) বরং তুমি 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' সর্বদা করতে থাক। এমনকি যখন (সেই সময় এসে যায় যে) তুমি দেখবে, কৃপণতা ও ধন সঞ্চয়ের আবেগের আনুগত্য করা হচ্ছে, (আর আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুমের মুকাবিলায়) নিজের আত্মার প্রবৃত্তির আনুগত্য করা হচ্ছে, আর (আখিরাত ভুলে) কেবল দুনিয়াই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ মতে চলে ও অহংকারের রোগী হয়ে যায় (যখন সাধারণ মানুষের অবস্থা এই হয়ে যাবে) তখন কেবল নিজের সত্তার কথাই চিন্তা কর। সাধারণ মানুষকে ছেড়ে দাও (তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করে দাও) কেননা, তোমাদের পর এরূপ সময়ও আসবে যে, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে দীনের ওপর স্থির থাকা (ও শরী'আতের ওপর চলা) এমন (কঠিন ও ধৈর্যের ব্যাপার) হবে যেমন হাতের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লওয়া। সেই দিনগুলোতে তোমাদের ন্যায় শরী'আতের ওপর আমলকারী পঞ্চাশ ব্যক্তির আমলের সমান পুরস্কার ও সাওয়াব তারা পাবে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ সা'আলাবা খুশানী (রা) কে আবূ উমাইয়া শা'বানী নামক এক তাবিঈ সূরা মায়িদার সেই ১০৫নং আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যে আয়াত সম্বন্ধে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর কথা উপরে আলোচিত হয়েছে। তিনি এই উত্তর দেন যে, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। (কেননা, এর প্রকাশ্য শব্দাবলিতে এ সন্দেহ জাগ্রত হতে পারে যে, যদি আমরা স্বয়ং আল্লাহ্ ও রাসূলের হিদায়াত অনুযায়ী চলি তবে অন্য লোকদের দীনের চিন্তা এবং 'আমর বিল মা'আরূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার' আমাদের জিম্মায় নয়) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে উত্তর দিয়েছিলেন তা হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

মোট কথা, নিজের দীনের চিন্তার সাথে আল্লাহ্‌র অন্যান্য বান্দাদের দীনের চিন্তা এবং এ ধারাবাহিকতায় 'আমর বিল মা'আরূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকারও দীনী দায়িত্ব এবং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। তাই সর্বদা তা করতে থাক। হ্যাঁ, যখন উম্মতের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, বখিলী ও কৃপণতা স্বভাবে পরিণত হয়ে দাঁড়াবে, সম্পদের পূজা হতে থাকবে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্কামের স্থলে কেবল আত্ম প্রবৃত্তির আনুগত্য হতে থাকবে এবং আখিরাতকে ভুলে দুনিয়াকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে, আত্মগর্ব ও স্বেচ্ছাধীন চলার মহামারি ব্যাপক হবে, এই মন্দ পরিবেশে যেহেতু

'আমর বিল মা'আরূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের প্রভাব ও ফায়দা এবং জনগণের সংশোধনের আশা থাকে না তখন জনগণের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কেবল নিজের সংশোধন ও গুনাহ্ থেকে হিফাযতের চিন্তা করাই উচিত। শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন যুগ আসবে যখন দীনে স্থির থাকা, আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্কামের ওপর চলা, হাতে আগুন লওয়ার মত কষ্টদায়ক ও ধৈর্য পরীক্ষার বিষয় হবে। প্রকাশ থাকে যে, এরূপ অবস্থায় নিজের দীনের ওপর স্থির থাকাই বিরাট জিহাদ হবে। আর অন্যদের সংশোধনের চিন্তা ও এ ধারাবাহিকতায় আমর বিল মা'আরূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব বাকি থাকবে না।

এরূপ প্রতিকূল পরিবেশ ও কঠিন অবস্থায় আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলির ওপর ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আমলকারীদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, তারা তোমাদের ন্যায় পঞ্চাশ আমলকারীর সমান পুরস্কার ও সাওয়াব পাবে।

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, হত্যা ও শাহাদত

যেরূপ জানা আছে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সব নবী ও রাসূল এজন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন যে, তাঁর বান্দাদের 'সত্য-দীন' অথার্ৎ জীবনের সেই ইবাদত ও উত্তম পথের দাওআত ও শিক্ষা দেবেন এবং এ পথে পরিচালনার চেষ্টা করবেন যা তাঁদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু তাঁদের জন্য স্থির করেছেন। এতেই রয়েছে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা। এর ওপর যারা চলে তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, রহমত ও জান্নাতের জিম্মাদারী।

কুরআন মজীদের বর্ণনা এবং আমাদের বিশ্বাস যে, সব নবী ও রাসূল (আ)ই স্ব-স্ব যুগে ও গণ্ডীতে এ পথেই আহ্বান করেছেন এবং এ জন্যই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রায় সবার সাথেই এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁদের যুগে তাঁদের জাতির মন্দ ও দুরাত্মা ব্যক্তিরা তাঁদের সত্য আহ্বানকে কেবল কবূল করেনি নয় বরং প্রচণ্ড বিরোধিতা ও বাধা দান করেছে। অন্যদের পথেও বাধা দিয়েছে। যখন তারা শক্তির অধিকারী হয় তখন তারা আল্লাহ্‌র নবীগণ ও তাঁদের প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদের অত্যাচার ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে। নিঃসন্দেহে নবী (আ) গণের সত্য আহ্বানের এসব দুশ্‌মন, মানব ও মানবতার অধিকারে সাপ থেকে অধিক বিষাক্ত ও বিপদজনক ছিল। এজন্য প্রায়ই এরূপ হয়েছে যে, এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গ ও এরূপ জাতিগুলোর প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়েছে। ফলে ধরার বুক থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তারা ছিল وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ আয়াতের যোগ্য। নবী (আ) গণ ও তাঁদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের এ অবস্থাদি কুরআন মজীদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com

সর্বশেষে শেষ নবী সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হলেন। পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় তিনিও দীনে হকের দাওআত দিলেন। কতক উত্তমস্বভাব বান্দা তাঁর দাওআত গ্রহণ করেন। কুফ্র, শির্ক; ফিস্ক, পাপাচার ও সীমা লংঘনের জাহিলী জীবন ছেড়ে তারা আল্লাহ্র ইবাদত সম্পর্কীয় পবিত্র জীবন গ্রহণ করেন, যে জীবনের প্রতি তিনি আহ্বান করতেন। কিন্তু জাতির অধিকাংশ প্রধান ও নেতাগণ প্রচণ্ড বিরোধিতা ও বাধার নীতি অবলম্বন করে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্যক্ত করে। তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদেরকেও উত্যক্ত করে। বিশেষ করে দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিবগের প্রতি অত্যাচার ও বিপদের পাহাড় পতিত হয়।

মক্কার হতভাগা আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব প্রমুখ নিঃসন্দেহে এরূপই ছিল যে, পূর্ববর্তী শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের ন্যায় তাদের প্রতিও আসমানী আযাব আসত, আর তাদের অস্তিত্ব থেকে ধরা পৃষ্ঠকে পবিত্র করা হত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা 'সায়্যিদুল মুরসালীন' ও 'খাতিমুন্নাবিয়্যীন' ছাড়াও 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' করে পাঠিয়ে ছিলেন। এর ভিত্তিতে তাঁর জন্য ফায়সালা করা হয় যে, তাঁর বিরোধী ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং উত্যক্তকারী নিকৃষ্ঠতম শত্রুদের প্রতিও আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ করা হবে না। এর পরিবর্তে তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদের মাধ্যমেই তাদের শক্তি খর্ব করে দেওয়া হবে এবং 'দীনে হক'-এর দাওআতের পথ নিষ্কণ্ঠক করা হবে। আর তাঁদের হাতেই এ সব অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। এ কাজে তাঁদের ভূমিকা হবে আল্লাহ্র সৈন্য ও কর্মী বাহিনীরূপে। সুতরাং এজন্য যখন আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় এসে গেল তখন নবুওতের এয়োদশ সালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদের মক্কা মুয়ায্যমা থেকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হল।

এই হিজরত প্রকৃতপক্ষে 'দীনে হক'-এর দাওআতের সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা ছিল, যে জন্য ঈমান গ্রহণকারী দাওআত বহনকারীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ছিল যে, মু'মিনদের বাধাদানকারী, অত্যাচার ও উত্যক্তকারী দুষ্ট নিচাশয়দের প্রতিপত্তি খর্ব ও দাওআতে হকের পথ নিষ্কণ্ঠক করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের জান ও নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাঠে নামবে। এরই শিরোনাম 'আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও কিতাল'। আর এই পথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার নাম শাহাদত। সম্মানিত পাঠক! এ ভূমিকা দ্বারা হয় তো বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, কুফ্র ও কাফিরের বিরুদ্ধে মু'মিনদের সশস্ত্র চেষ্টা-প্রচেষ্টা (আক্রমণাত্মক হোক অথবা প্রতিরক্ষামূলক, আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট এবং শরী'আতের পরিভাষায় যখনই 'জিহাদ ও কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ্' বলা হয়, তখন এর উদ্দেশ্য সত্য দীনের হিফাযত ও সাহায্য) কিংবা দীনের পথ নিষ্কণ্ঠক করা ও আল্লাহ্র বান্দাদের তাঁর রহমতের যোগ্য ও জান্নাতী করা। কিন্তু শক্তি পরীক্ষার

উদ্দেশ্য যদি রাষ্ট্র ও সম্পদ লাভ হয় অথবা নিজের ব্যক্তিগত কিংবা দেশের পতাকা সমুন্নত রাখা হয়, তবে তা কখনো জিহাদ ও কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ্ হয় না।

উপরোক্ত লাইনগুলোতে যা নিবেদন করা হয়েছে, তা থেকে পাঠকবর্গ হয় তো এটাও অবগত হয়ে থাকবেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরী'আতে জিহাদের নির্দেশ ও নীতি এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'বিরাট রহমত'। নবী (আ) গণের সত্য দাওআতের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বাধাদানকারীদের প্রতি যেরূপ আসমানী শাস্তি পূর্বে এসে থাকত, এখন কিয়ামত পর্যন্ত কখনো তা আসবে না। যেন জিহাদ এক পর্যায়ে সেই শাস্তির স্থলবর্তী। وَاللهُ اَعْلَمُ

এ ভূমিকার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্ন বর্ণিত বাণী সমূহ পাঠ করা যেতে পারে, যে গুলোতে বিভিন্ন শিরোনামে আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও শাহাদতের ফযীলতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

٣٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ اَعِدْهَا عَلَىَّ يَارَسُوْلَ اللهِ فَاَعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاُخْرٰى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ وَمَاهِىَ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ (رواه مسلم)

৩৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ্কে নিজের রব, ইসলামকে নিজের দীন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্র রাসূল ও পথ প্রদর্শক জেনেছে তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যবান মুবারক থেকে এ সু-সংবাদ শুনে হাদীসের বর্ণনাকারী) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) অতিশয় আনন্দিত হলেন (তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কথা পুনরায় বলুন। সুতরাং তিনি পুনরায় বললেন। (এর সাথে অতিরিক্ত এটাও) তিনি বললেন যে, আরেকটি দীনী কাজ (যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিরাট) সেই কাজ সম্পাদনকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের শত উঁচু দরজা দান করবেন, যেগুলোর পরস্পরের মধ্যে আসমান যমীনের দূরত্ব হবে। (এ কথা শুনে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নিবেদন করলেন) হুযূর! সেটা কোন্ কাজ? তিনি বললেন, সেটা আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ। (সহীহ্ মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ থাকে, যে ব্যক্তি মনে প্রাণে আল্লাহু তা'আলাকে নিজের রব এবং সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের রাসূল ও ইসলামকে নিজের দীন বানাবে, তাঁর জীবনও ইসলামী হবে। সে স্বীয় প্রভুর নির্দেশ পালনকারী এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হবে। এ রূপ বান্দাদেরকে তিনি সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জান্নাতের ফায়সালা হয়ে গেছে, জান্নাত তাঁদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যবান মুবারক থেকে এ সুসংবাদ শুনে সীমাহীন খুশী হন। (সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও করুণায় এ সম্পদ তাঁর অর্জিত হয়েছিল)। তিনি (আনন্দে ও আবেগের অবস্থায়) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিবেদন করলেন, হুযূর! পুনরায় বলুন। তিনি পুনরায় বলেছিলেন এবং এতদসঙ্গে অতিরিক্ত বললেন, আরেকটি কাজ এরূপ যার সম্পাদনকারীকে শত উঁচু দরজা দান করবেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, এটা আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

উত্তরে তিনি তিনবার বললেন, اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ الله এতে প্রত্যেক আগ্রহান্বিত ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম হবেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয় মুবারকে জিহাদের কীরূপ মর্যাদা, ভালবাসা ও আগ্রহ ছিল। সামনে লিপিবদ্ধাধীন হাদীস দ্বারা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে, তাঁর পূর্ণ রহস্য সেখানে পৌঁছেই জানা যাবে। আমাদের এ জগতে এর কোন উপমা ও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান নেই। কেবল অন্তর দিয়ে আমাদের মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করে নেওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা সত্য ও সঠিক। যথা সময়ে তা প্রকাশ পাবে। ইন্শা আল্লাহ্ এটা আমরাও দেখব।

٤٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلاَ اَجِدُ مَااَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَاتَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ — (رواه البخارى وسلم)

৪০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি বিষয় এরূপ না হত যে, আমার সাথে জিহাদে না যাওয়ার কারণে বহু মু'মিনের অন্তর অসন্তুষ্ট, পক্ষান্তরে তাদের জন্য আমার যানবাহনের ব্যবস্থা নেই(যদি এ অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধকতা না হত) তবে আমি আল্লাহ্র পথে জিহাদে গমনকারী প্রত্যেক দলের সাথে যেতাম (জিহাদের প্রতিটি অভিযানে অংশ গ্রহণ করতাম) কসম সেই সত্তার যার আয়ত্বে আমার প্রাণ! আমার আন্তরিক বাসনা, আমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হই। পুনরায় আমাকে জীবিত করা হয়, এরপর আমাকে শহীদ করা হয়। পুনরায় আমাকে জীবিত করা হয়, তারপর আমাকে শহীদ করা হয়। পুনরায় আমাকে জীবন দান করা হয়, তারপর আমাকে শহীদ করা হয়। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য ও দাবি আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও শাহাদতের মর্যাদা এবং ভালবাসা বর্ণনা করা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর মোটকথা, আমার অন্তরের দাবি ও উত্তাপ হচ্ছে, আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য যাত্রাকারী প্রত্যেক সেনা দলের সাথে আমি যাব। আর প্রত্যেকটি জিহাদী অভিযানে আমার অংশগ্রহণ হবে। কিন্তু অপরাগতা এরূপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে এরূপ প্রাণ উৎসর্গকারী রয়েছে, যারা এতে সম্মত হতে পারে না যে, আমি যাব আর তারা আমার সাথে যাবে না। পক্ষান্তরে আমার নিকটও তাদের সবার জন্য যান বাহনের ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের জন্য আমি নিজের উত্তাপকে প্রশমিত রাখি অন্তরের চূড়ান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও প্রতিটি জিহাদের অভিযানে আমি যাই না।

এ ধারাবাহিকতায় তিনি নিজের আন্তরিক দাবি ও উত্তাপের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে শপথসহ বলেন, আমার ঐকান্তিক বাসনা এই যে, দীনের শত্রুদের হাতে জিহাদের মাঠে আমি শহীদ হই। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জীবিত করবেন, তারপর আমি তাঁর পথে এভাবে শহীদ হই, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জীবন দান করবেন, তারপর এভাবে শহীদ হই। পুনরায় আমি জীবিত হই, এরপর আমি শহীদ হয়ে যাই।

٤١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَافِى الاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ — (رواه البخارى ومسلم)

www.BANGLAKITAB.com

৪১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতে পৌঁছার পর কোন ব্যক্তি পসন্দ করবে না, তাকে এমতাবস্থায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করা হোক যে, দুনিয়ার সব জিনিস তার। (সব কিছুর মালিক সে) তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে জান্নাতে পৌঁছবে সে এই কামনা করবে যে, তাকে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করা হবে, আর সে পুনরায় (একবার নয়) দশবার আল্লাহ্র পথে শহীদ হবে। এ কামনা সে এজন্য করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে জান্নাতে শহীদের বিরাট সম্মান ও মর্যাদা সে দেখতে পাবে। আর দেখতে পাবে সেখানে তাদের উঁচু স্থান ও মর্যাদা। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

٤٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْقَتْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْئٍ اِلاَّ الدَّيْنَ — (رواه مسلم)

৪২. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়া ঋণ ছাড়া সব গুনাহ্র কাফ্ফারা। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশসমূহ পালন ও তাঁর অধিকার পূরণে বান্দা থেকে যে ত্রুটি ও গুনাহ্ হয়ে থাকে আল্লাহ্র পথে নিষ্ঠার সাথে প্রাণ বিসর্জন ও আল্লাহ্র পথে শাহাদত সেই সব গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যাবে। শাহাদতের ওসীলায় সব মাফ হয়ে যাবে। তবে তার ওপর কোন বান্দার ঋণ থাকলে অথবা বান্দাদের কোন হক থাকলে তা শাহাদতেও ক্ষমা হবে না। আলোচ্য হাদীস দ্বারা আল্লাহ্র পথে শাহাদতের মর্যাদা জানা গেল এবং ঋণ ইত্যাদি বান্দার হক সম্পর্কীয় বিরাট কঠিন বিষয়ও জানা গেল। আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দিন।

٤٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَلَّمَ اَلشَّهِيْدُ لاَيَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقَرْصَةِ (رواه الترمذى والمنسائ والـدامى)

৪৩. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ার ফলে কেবল এতটুকু কষ্ট অনুভব করে, যে কষ্ট তোমাদের কেউ পিঁপড়া দংশনে অনুভব করে থাকে। (জামি' তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ যে ভাবে আমাদের এ জগতে অপারেশনের স্থানকে ইনজেকশনের মাধ্যমে অবশ করে বড় বড় অপারেশন করা হয়, ফলে অপারেশনের কষ্ট নাম মাত্র অনুভূত হয়, অনুরূপ বুঝা চাই যে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে তাঁর প্রতি এমন অবস্থা প্রবাহিত করা হয় যে, শাহাদত কালে পিঁপড়ার দংশন থেকে অধিক কষ্ট অনুভূত হয় না।

জামি' তিরমিযীরই অন্য এক হাদীসে আছে, যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্র পথে শহীদ করা হয় তখন জান্নাতে তার ঠিকানা তার সামনে উপস্থিত করা হয়। (يُرَاى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ) জান্নাতের এই দৃশ্যের স্বাদ ও গন্ধ এরূপ জিনিস, যে কারণে হত্যার কষ্ট অনুভব না হওয়া অনুমান যোগ্য।[১]

٤٤. عَنْ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ – (رواه مسلم)

৪৪. হযরত সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সঠিক হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট শাহাদত প্রার্থনা

---

১. আমাদের এ যুগের ঘটনা হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ)-এর মর্যাদাবান খলীফা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান অমৃতসরী (রহ) যিনি দেশ বিভাগের পর অমৃতসর থেকে লাহোর স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এবং সেখানে 'জামিআ' আশরাফীয়া' প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। তাঁর পায়ে একটি ক্ষত ছিল, যা বেড়ে হাঁটুর ওপর রাণ পর্যন্ত পৌঁছে দিল। লাহোরের ডাক্তারগণ রাণের উপর অংশে কাটা প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে তিনি সম্মত হলেন। অপারেশনের থিয়েটারে যখন টেবিলের ওপর তাঁকে নেওয়া হল, নিয়মানুযায়ী ডাক্তারগণ তাঁকে অচেতন করতে চাইলেন। তিনি বললেন, অচেতন করার প্রয়োজন নেই। এভাবেই আপনারা আপনাদের কাজ সামাধা করুন। ডাক্তারগণ বললেন, বিরাট অপারেশন। কয়েক ঘন্টা লাগবে এবং হাড় কাটতে হবে তাই অচেতন করার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মুফ্তী সাহেব বললেন, মোটেই প্রয়োজন নেই। আপনারা আপনাদের কাজ শুরু করুন। তিনি তাস্বীহ হাতে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরে শুয়ে রইলেন। ডাক্তারগণ তাঁর নির্দেশ পালনে এভাবেই কাজ শুরু করলেন। অপারেশনে প্রায় আড়াই ঘন্টা লেগেছিল। উক্ত সময় মুফতী সাহেব এভাবেই শুয়ে রইলেন। ডাক্তারগণ চূড়ান্ত পর্যায়ের আশ্চর্য হলেন। বিষয়টি তাদের বুদ্ধি ও ধারণার বাইরে ছিল। পরে কোন বিশেষ ভক্ত পিড়া-পীড়ির সুরে জিজ্ঞাসা করেন, হুযূর! ঘটনাটি কি ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তখন এই কষ্টের পুরস্কার আমার সামনে মেলে ধরা হয়। সেই দৃশ্যাবলির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। এ অপারেশনের কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শী এখনও লাহোরে জীবিত আছেন। আল্লাহ্ তা'আলার বিষয় আমাদের কল্পনা ও অনুমান থেকে বহু উর্ধ্বে।

www.BANGLAKITAB.com

করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদায়ই পৌঁছাবেন। যদিও সে স্বীয় বিছানায় ইন্‌তিকাল করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের যুগে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ ও শাহাদতের দরজা যেন বন্ধ। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শাহাদতের উপরোক্ত ফযীলতের প্রতি দৃষ্টিদান করে সত্যিকার অন্তরে এর বাসনা পোষণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার নিয়ত ও চাহিদা অনুযায়ী তাকে শহীদগণের মর্যাদাই দান করবেন।

٤٥. عَنْ أَنَسٍ رضــ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَـزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ —

(رواه البخارى ورواه مسلم عن جابر)

৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, মদীনার নিকটবর্তী হয়ে তিনি বললেন, মদীনার মধ্যে কতক এমন ব্যক্তিও রয়েছে; যারা পূর্ণ সফরে তোমাদের সাথী ছিল। তোমরা যখন কোন মাঠ অতিক্রম করছিলে তখন তারাও তোমাদের সাথী ছিল। কোন কোন সফর সঙ্গী তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা তো মদীনায় ছিল। (এরপরও ভ্রমণে তাঁরা আমাদের সঙ্গী ছিল?) তিনি বললেন, হ্যাঁ তারা মদীনায়ই ছিল। কোন ওযর, বাধ্যতবাধকতায় তারা আমাদের সফর সঙ্গী হতে পারেনি। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কতক এরূপ ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা তাবূক অভিযানে তাঁর সঙ্গী হতে চাচ্ছিলেন। তাঁদের দৃঢ় সংকল্পও ছিল। কিন্তু কোন সাময়িক অপারগতা ও বাধ্যবাধকতার কারণে যেতে পারেননি। সুতরাং যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে যেতে তাঁদের নিয়ত ছিল, এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার দফতরে তাঁরা অভিযান কারীদের তালিকায়ই লিপিবদ্ধ হন। আলোচ্য হাদীসের এক বর্ণনায় এ শব্দাবলিও এসেছে, إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِى الْأَجْـــرِ অর্থাৎ সেই নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ নিজেদের সঠিক নিয়তের কারণে এই তাবূক যুদ্ধের সাওয়াবে তোমাদের শরীক ও অংশীদার নির্ধারিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যদি কোন লোক কোন নেক কাজে শরীক হওয়ার নিয়ত রাখে, কিন্তু কোন অপরাগতা ও বাধ্যবাধকতার কারণে সময়ে শরীক হতে পারেনি তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার নিয়তের ওপরই কার্যত শরীক হওয়ার পুরস্কার ও সাওয়াব দান করবেন।

٤٦. عَنْ أَبِـيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ — (رواه مسلم)

৪৬. হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তলোয়ারের ছায়ার নিচে জান্নাতের দরজাসমূহ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, যুদ্ধের মাঠে যেখানে তলোয়ারগুলো মাথা সমূহের উপর ঘুরে এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ বিসর্জনকারী মুজাহিদ শহীদ হন সেখানে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত বরণ করে তখনই সে জান্নাতের দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, আবূ মুসা আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী কোন জিহাদের ময়দানে তখন শুনিয়ে ছিলেন, যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠ উত্তপ্ত ছিল।

সামনে বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ মূসা আশা'আরী (রা)-এর মুখ থেকে রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী শুনে আল্লাহ্‌র এক ক্লান্ত বান্দা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবূ মূসা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে স্বয়ং শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবান থেকে স্বয়ং এ কথা শুনেছি। তখন সেই ব্যক্তি আপন সাথীদের নিকট এলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাতে এসেছি, আমার বিদায়ী সালাম গ্রহণ কর। এরপর তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলে দিলেন। উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে শত্রু-সারির প্রতি ধাবিত হলেন। এভাবে তিনি তলোয়ার চালনা করতে থাকেন। এমনকি শহীদ হয়ে আপন উদ্দেশ্যে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী মুতাবিক জান্নাতের দরজা দিয়ে জান্নাতে দাখিল হয়ে যান।

٤٧. عَنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَثَـلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِـآيَاتِ اللهِ لَا يَفْـتُرُ مِنْ صِيَـامٍ وَلَا صَلٰوةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ — (رواه البخارى ومسلم)

৪৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী (আল্লাহ্‌র নিকট) সেই লোকের ন্যায়, যে সর্বদা রোযা রাখে, আল্লাহ্‌র সমীপে দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, আল্লাহ্‌র আয়াতের তিলাওয়াত করে, এবং নামায ও রোযা থেকে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয় না। এমনকি আল্লাহ্‌র পথে সেই মুজাহিদ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। (আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ অবস্থাই) (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, ঘরে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট সে অবিচ্ছিন্ন ইবাদতে রয়েছে। আর সে সেই ইবাদতকারী বান্দাগণের ন্যায় যারা ধারাবাহিক রোযা রাখে, আল্লাহ্‌র সমীপে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে ও আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে থাকে।

٤٨. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَــانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ تَحْرُسُ فِي سَبِـيْلِ اللهِ (رواه الترمذى)

৪৮. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দু'টি চোখ এরূপ যে গুলোকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শও করতে পারবে না। একটি সেই চোখ, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করেছে। আর অন্যটি সেই চোখ, যা জিহাদে রাত জেগে পাহারাদারী করেছে। (জামি' তিরমিযী)

٤٩. عَنْ أَنَسٍ رضــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِــي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ (رواه البخارى ومسلم)

৪৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক সকালে আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়া কিংবা এক বিকালে বের হওয়া দুনিয়া ও এর মধ্যের সব কিছু হতে উত্তম। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে সামান্য সময় বের হওয়াও আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও এর মধ্যের সব কিছু হতে উত্তম। আর এ কথা বিশ্বাস করা চাই যে, আখিরাতে এর যে পুরস্কার পাবে তার মুকাবিলায় এ জগত ও এতে যা কিছু রয়েছে তুচ্ছ। দুনিয়া ও এর যাবতীয় বস্তু ধ্বংসশীল, আর সেই পুরস্কার চিরস্থায়ী।

٥٠. عَنْ أَبِي عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَــا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ـــ (رواه البخارى)

৫০. হযরত আবূ আব্‌স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটা হতে পারে না যে, কোন বান্দার পা আল্লাহ্‌র পথে চলতে গিয়ে ধুলায় ধুসরিত হল, আর জাহান্নামের আগুন তা স্পর্শ করতে সক্ষম হবে।
(সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের বিষয়বস্তু কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়। তবে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আবূ আব্‌স-এর আলোচ্য হাদীস ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন। তাতে এই সংযোজন রয়েছে যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি মারয়াম বর্ণনা করেন যে, আমি জুমু'আর নামায পড়ার জন্য জামি' মসজিদের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে আমি আবায়া ইব্‌ন রিফা'আ তাবিঈর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ ـــ তোমাকে সুসংবাদ। তোমার এই পা (যা দিয়ে চলে তুমি জামি' মসজিদের দিকে যাচ্ছ) আল্লাহ্‌র পথে রয়েছে। আমি আবূ আব্‌স (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে বান্দার পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলায় ধূসরিত হয়েছে সেই পাদ্বয় জাহান্নামে হারাম (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন তা স্পর্শ করতে পারবে না)। আবায়া ইব্‌ন রিফা'আ তাবিঈর এই বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, তাঁর নিকট 'আল্লাহ্‌র পথে' জিহাদ ও হত্যাই নির্দিষ্ট নয়। বরং তাতে প্রশস্ততা রয়েছে। নামায আদায় করার জন্য যাওয়া, অনুরূপভাবে দীনের খিদমত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করাও এর প্রশস্ত অর্থে অন্তর্ভুক্ত। এভাবে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীস لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْرَوْحَــةٌ... الــخ সম্পর্কেও বুঝা চাই যে, আল্লাহ্‌র জন্য ও দীনের খিদমতের ধারাবাহিকতায় প্রতিটি আন্তরিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ কারীদেরও এ সুসংবাদে অংশ রয়েছে।

٥١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِــهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ ـ (رواه مسلم)

৫১. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে যে, সে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনি, আর জিহাদের চিন্তাও করেনি, (না-এর নিয়ত করেছে) তবে এক প্রকার মুনাফিকের অবস্থায় সে ইন্তিকাল করেছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদে সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِــــاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ـ

www.BANGLAKITAB.com

'তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্র পথে জিহাদ সঠিক ঈমানের আনুষঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত। আর সত্যিকার মু'মিন সেই ব্যক্তি যার জীবন ও আমল নামায় জিহাদও রয়েছে। (যদি বাস্তব জিহাদ না হয়ে থাকে তবে কম পক্ষে এর আবেগ, নিয়ত ও বাসনা থাকা চাই) সুতরাং যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিল যে, না সে বাস্তব জিহাদে অংশ নিয়েছে, আর না কখনো জিহাদের নিয়ত ও বাসনা করেছে, তবে সে সঠিক মু'মিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে যায়নি, বরং এক স্তরের মুনাফিকসুলভ অবস্থায় গিয়েছে। বস্তুত আলোচ্য হাদীসের বার্তা ও দাবি এটাই।

٥٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ — (رواه الترمذى وابن ماجه)

৫২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জিহাদের চিহ্ন ছাড়া আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে সে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে তার মধ্যে (অর্থাৎ তার দীনে)ক্ষতি থাকবে।

(জামি' তিরমিযী, সুনানে ইবন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এরই উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় যা কিছু বলা হয়েছে তা দ্বারা আলোচ্য হাদীসেরও ব্যাখ্যা হয়ে যায়। আলোচ্য হাদীসে এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস পাঠের সময় এ বিষয় দৃষ্টিতে থাকা চাই যে, কুরআন হাদীসের পরিভাষায় 'জিহাদ' কেবল হত্যা ও সশস্ত্র যুদ্ধের নামই নয় বরং দীনের সাহায্য ও খিদমতের ধারাবাহিকতায় সে সময় যে প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্ভব তাই তখনকার জিহাদ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে নিষ্ঠার সাথে সে বিষয়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় এবং সে বিষয়ে নিজের প্রাণ, সম্পদ ও নিজের যোগ্যতা নিয়োজিত করে আল্লাহ্র নিকট সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইন্শাআল্লাহ্ অতি সত্তর এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

٥٣. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا (رواه البخارى ومسلم)

৫৩. হযরত যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী কোন মুজাহিদকে সরঞ্জাম দিল (আল্লাহ্র নিকট) সেও জিহাদে অংশ নিল। আর যে ব্যক্তি কোন গাজীর পরিবার-পরিজনের সংবাদ নিল, সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করল। (অর্থাৎ এই উভয় ব্যক্তি জিহাদের সাওয়াব পাবে এবং আল্লাহ্র দফতরে তাকেও মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত লিখা হবে)। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীসমূহ থেকে মূলনীতি জানা গেল যে, দীনের কোন বড় কাজ সম্পাদনকারীর জন্য তার সরঞ্জাম সরবরাহকারী, এভাবে দীনের খিদমত ও সাহায্যের ব্যাপারে নির্গতকারীদের পরিবার পরিজনের সংবাদ গ্রহণকারীগণ আল্লাহ্র নিকট সেই খিদমত ও সাহায্যে শরীক এবং পূর্ণ সাওয়াবের ভাগী। আমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজেদের বিশেষ অবস্থা ও অপারগতার কারণে দীনের সাহায্য ও খিদমতের কোন বড় কাজে সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে পারে না, তারা অন্যদের জন্য তাদের সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং তাদের পরিবারের খিদমত ও দেখাশুনা নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে দীনের খাদিম ও সাহায্যকারীর সারিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর জিহাদের পূর্ণ পুরস্কার অর্জন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দান করুন।

٥٤. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ — (رواه ابو داود والنسائى والدارمى)

৫৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুশ্রিকদের সাথে জিহাদ কর নিজেদের জান, মাল ও যবান দিয়ে। (সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কাফির ও মুশ্রিকদেরকে তাওহীদ ও সত্যদীনের পথে নিয়ে আসার জন্য এবং তাদের শক্তি চূর্ণ করে সত্যের প্রতি আহ্বানের পথ পরিষ্কার করার জন্য সময় ও সুযোগের চাহিদা অনুযায়ী জান ও মাল দ্বারা চেষ্টা -প্রচেষ্টা কর, এ পথে এসব ব্যয় কর। আর মুখ এবং কথা দ্বারাও কাজ কর। আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, সত্যের পথে, দাওআতের পথে অর্থ ব্যয় করা এবং মুখ (এভাবে লিখনী) দ্বারা কার্য গ্রহণ করাও জিহাদের ব্যাপক অর্থে অন্তর্ভুক্ত।

www.BANGLAKITAB.com

জিহাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা

আমাদের উর্দূ পরিভাষায় 'জিহাদ' সেই সশস্ত্র যুদ্ধকেই বলা হয় যা আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী দীনের হিফাযত ও সাহায্যের জন্য সত্যের শত্রুদের সাথে করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত আরবী পরিভাষা এবং কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় শত্রুর মুকাবালায় যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং শক্তি ব্যয় করার নাম জিহাদ। স্থান কাল-পাত্র ভেদে যা যুদ্ধ ও হত্যার আকৃতিতেও হতে পারে। আর অন্যান্য পন্থায়ও হতে পারে। (কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাপক অর্থেই জিহাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর প্রায় ১৩ বছর মক্কা মু'আয্যমায় ছিলেন। এই গোটা সময়ে দীনের শত্রু, কাফির মুশ্‌রিফদের সাথে তলোওয়ারের যুদ্ধ ও হত্যার কেবল অনুমতি ছিল না বরং এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। নির্দেশ ছিল। ...كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ (অর্থাৎ যুদ্ধ ও হত্যা থেকে তোমরা তোমাদের হাতকে সংবরণ কর)।

এই মক্কী জীবনেই সূরা আল্ ফুরআন নাযিল হয়েছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا সুতরাং হে আমার রাসূল! আপনি এই অবিশ্বাসীদের কথা শুনবেন না। আর আমার কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান। স্পষ্টত এ আয়াতে যে জিহাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে তার অর্থ তলোয়ার ও হত্যার জিহাদ নয়। বরং কুরআনের সাহায্যে দাওআত ও তাবলীগের চেষ্টা-প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্য। এবং এ আয়াতে একে কেবল জিহাদ নয় বরং 'হিজাদে কাবীর ও জিহাদে আযীম' বলা হয়েছে।

এভাবে সূরা আন্‌কাবূতও হিজরতের পূর্বে মক্কা মু'আয্যমায় অবস্থান কালেই নাযিল হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে। وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ যে ব্যক্তি আমার পথে সাধনা করে সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে। (তাতে আল্লাহ্‌র কোন ফায়দা নেই) আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী।

আর এ সূরা আনকাবূতেরই শেষ আয়াত وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ যারা আমার পথে সংগ্রাম করে (অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করে) আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নৈকট্য ও সন্তুষ্টির) পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণদের সংগে থাকেন।

উল্লেখ্য, সূরা আনকাবূতের উভয় আয়াতেই 'জিহাদ' দ্বারা তলোয়ারের জিহাদ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। বরং আল্লাহ্‌র পথে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং কষ্ট বহন করাই উদ্দেশ্য, যে প্রকারেই হোক। বস্তুত দীনের পথে

আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিটি আন্তরিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং জান মাল ও আরাম-আয়েশ-এর কুরবানি ও আল্লাহ্ তা'আলার দানকৃত যোগ্যতাসমূহ পরিপূর্ণ ব্যবহার, এসবই স্বস্থানে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের আকৃতি ধারণ করে আছে। আর এসবের পথ সর্বদা দুনিয়ার সব স্থানে আজও উন্মুক্ত আছে।

হ্যাঁ, তলোয়ারের জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র পথে হত্যা কোন কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠ জিহাদ। আর এ পথে প্রাণ বিসর্জন ও শাহাদত মু'মিনের সর্বাধিক বড় সৌভাগ্য। এজন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগ্রহ ও বাসনা প্রকাশ করে ছিলেন। যেমন আলোচিত হয়েছে। সামনে লিপিবদ্ধাধীন হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবাইদ -এর হাদীসও জিহাদের অর্থে এই প্রশস্ততার এক দৃষ্টান্ত।

٥٥. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ — (رواه الترمذى)

৫৫. হযরত ফুযালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে- إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ. মানুষের আত্মা অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র যে বান্দা নিজের আত্মার প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে; আত্মার আনুগত্যের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলির আনুগত্য করে আলোচ্য হাদীসে তার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে প্রকৃত 'মুজাহিদ'।

এভাবে মা'আরিফুল হাদীসে এ ধারাবাহিকতায় আচার-আচরণ সম্পর্কিত অধ্যায়ে পিতা-মাতার খিদমতের বর্ণনায় সেই সব হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যে গুলোতে পিতা-মাতার খিদমতকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'জিহাদ' স্থির করেছেন। (فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ)

শাহাদতের গণ্ডির প্রশস্ততা

এরপর যে ভাবে 'জিহাদ'-এর অর্থে এই প্রশস্ততা রয়েছে এবং তা তলোয়ারের যুদ্ধের মধ্যেই সীমিত নয়, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, 'শাহাদত'-এর গণ্ডিও প্রশস্ত। আর সেই সব বান্দাও আল্লাহ্‌র নিকট শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত যারা তলোয়ারের জিহাদ ও হত্যার ময়দানে কাফির ও মুশ্‌রিকদের তলোয়ার কিংবা গুলীতে শহীদ হয়নি, বরং তাদের মৃত্যুর কারণ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা অথবা কোন অস্বাভাবিক রোগ।

www.BANGLAKITAB.com

٥٦. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذًا لَقَلِيْلٌ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَّاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ —

(رواه مسلم)

৫৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন সাহাবা কিরামকে সম্বোধন করে) বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে শহীদ গণনা কর? তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আমাদের নিকট তো) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিহত হয় সেই শহীদ। তিনি বললেন, এভাবে তো আমার উম্মতের শহীদগণ কম হবে। (শুন!) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে সে শহীদ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ইন্তিকাল করেছে (অর্থাৎ জিহাদের অভিযানে যার মৃত্যু হয়েছে) সেও শহীদ, আর যে ব্যক্তি প্লেগে ইন্তিকাল করেছে সেও শহীদ। আর যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় ইন্তিকাল করেছে (যেমন কলেরা আমাশয়, প্রবাহ, পিপাসা রোগ ইত্যাদি) সে-ও শহীদ। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিষয় হচ্ছে, প্রকৃত শহীদ তো সেই সব সৌভাগ্যবান বান্দা যাঁরা যুদ্ধের ময়দানে কাফির ও মুশরিকদের হাতে শহীদ হন। শরী'আতে তাঁদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। যেমন, তাঁদের গোসল দেওয়া হয় না, আর তাঁদেরকে তাঁদের সেই কাপড়েই দাফন করা হয়, যে কাপড়ে তাঁরা শহীদ হয়েছিলেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে কতক অস্বাভাবিক রোগ কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণকারীদেরকেও আখিরাতে শহীদের মর্যাদা প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। যার মধ্যে কতকের উল্লেখ আলোচ্য হাদীসে, আর কতকের উল্লেখ সামনে লিপিবদ্ধাধীন হাদীসসমূহে করা হয়েছে। পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য প্রথম প্রকার শহীদগণকে 'প্রকৃত শহীদ' এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'নির্দেশমূলক শহীদ' বলা হয়'। গোসল ও কাফনের ব্যাপারে তাঁদের সেই নির্দেশ নেই যা প্রকৃত শহীদগণের রয়েছে। বরং সাধারণ মৃতদের ন্যায় তাদেরকে গোসলও প্রদান করা হবে এবং কাফনও।

٥٧. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ —

(رواه البخاري ومسلم)

৫৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'শহীদগণ' পাঁচ (প্রকার) হয়ে থাকে। ১. প্লেগে মৃত্যুবরণকারী, ২. পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী, ৩. ডুবে মৃত্যুবরণকারী, ৪. দালান ইত্যাদি ধ্বসে মৃত্যুবরণকারী, ৫. আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে) শহীদ ব্যক্তি। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

٥٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ — (رواه ابن ماجه)

৫৮. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসাফিরীর মৃত্যু শাহাদত। (সুনানে ইবন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এসব হাদীসের প্রতি চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেসব ব্যক্তির মৃত্যু যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় কিংবা কোন ভয়ানক ও দয়া উদ্রেককারী রোগে হয়ে থাকে, তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ দয়া ও করুণায় এক শ্রেণীর শাহাদতের পুরস্কার দান করবেন।

উল্লেখ্য, এভাবে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য এতে বিরাট সুসংবাদ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ও উত্তরসূরীদের জন্য সান্ত্বনার বিরাট উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিশ্বাসের সৌভাগ্যদান করুন। আমাদের এ যুগে বাস ইত্যাদি কিংবা রেল ও বিমানের দুর্ঘটনায়, এরূপে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে আল্লাহ্র বান্দাদের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার ওপর পূর্ণ আশা রয়েছে যে, তাদের সাথেও আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আচরণ তাই হবে। নিঃসন্দেহে তাঁর রহমত সীমাহীন ও প্রশস্ত।